



# প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 8 Issue • 8 January, 2022, Saturday • ২৩ পৌষ, ১৪২৮, শনিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## কংগ্রেসেই ফিরছেন সুদীপ, মথাও কংগ্রেসমুখী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি।। রাজা রাজনীতিতে দ্রুত পাল্টাচ্ছে নানান সমীকরণ। সুদীপ রায় বর্মণ গোষ্ঠীর কংগ্রেসে ফেরা প্রায় পাকা। লক্ষ্মীতে এই নিয়ে তার পাকা কথা নাকি হয়ে গেছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় খবর হলো ইদানীংকালে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে মথা'র ব্রিগেডিয়ারের। রাজ্যের বৃহত্তম উপজাতি সংগঠন তিপ্রা মথা বুধি ফিরে যাবে উপজাতিদের নাচারাল এলি কংগ্রেসের সঙ্গে। রাজ্যের রাজনীতি যে পথে ধাবমান তাতে এটি স্পষ্ট বৈ, এক অভ্যাস সমীকরণ নিতে চলেছে ত্রিপুরার রাজনীতি। এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক কে সি বৈগুগোপালের নির্দেশে কংগ্রেসে ভবনে গুরু হয়ে গিয়েছে নবীন বরণের প্রস্তুতি। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেস

যে তার পুরনো সঙ্গীদের ফিরে গেতে চলেছে নতুন করে এমন বার্তা নয়াদিল্লি থেকে বীরজিং সিংহকে জানিয়ে দিয়েছেন বৈগুগোপাল। জানিয়েছেন, কংগ্রেস আপাতত নিষ্পত্ত হলেও ফুরিয়ে যে যাননি তা বুঝা যাবে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই। কোমর সোজা করে দাঁড়াতে গেলে যে সমস্ত টনিক প্রয়োজন, ত্রিপুরায় এর সব ব্যবস্থা করবে দল। ২০১৮-র ভোটে বিজেপির কর্পোরেট ম্যানেজার রজত শেটি কিংবা বঙ্গ ভোটে প্রশান্ত কিশোর যদি সফলতা আনতে পারে তাহলে কংগ্রেসও এবার নিয়ে আসছে দেশখ্যাত এক ইভেন ম্যানেজারকে। ওই ইভেন ম্যানেজারকে টিমের সদস্য-সদস্যদের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করার জন্য দিল্লির নির্দেশও পৌছে গিয়েছে সিংহের

কাছে। জানা গেছে, পৌষের প্রথম শুভ বুধবারে ডা. অজয় কুমারের উদ্যোগে লক্ষ্মীতে সংগঠিত হয়েছিলো সেই কাঙ্ক্ষিত বৈঠকটি। প্রিয়াঙ্কা গান্ধির উপস্থিতিতে সেখানেই চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে যাবতীয় রূপরেখা। বৈঠকে ছিলেন চিত্র নির্মাতা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত এআইসিসি'র পর্যবেক্ষক ডা. অজয় কুমার। ছিলেন ভূপেন বোর। আর ছিলেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং তিপ্রা মথা'র ব্রিগেডিয়ার। সূত্র বলছে, এই বৈঠকেই স্থির হয়ে গিয়েছে তারা তাহলে কংগ্রেসও এবার নিয়ে কাজ শুরু করবেন এবং ভোট কৌশলী বিভাগে কাজ করবে। রাজ্যের সমতল থেকে পাড়াই। সর্বত্র বিভাগে সাজানো হবে সংগঠন। সবকিছুই আপাতত স্থির। তবে সুদীপবাবু এখনও যোহেতু



ডা. অজয় কুমার, ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক

তরফে এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। চূড়ান্ত গোপন এই বৈঠকের কথা জানাজানি হলে তা অস্বীকার করার শর্তও বৈঠকেই পাশ করে নিয়েছেন সমস্ত পক্ষ। যাতে করে এ নিয়ে জনমানসে কোনও বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হতে পারে। কিন্তু যখন সমস্ত ঘটনাই ঘটে যাচ্ছে, তখন প্রতিবাদী কলম শুধু ফ্যান্সব্যাক দিয়ে বলবে তারা ই ছিলেন ঘটনার এবং বৈঠকের গোপনতম সাক্ষী। যেমনভাবে দিবাচন্দ্র রাষ্ট্রল যে ধলাই থেকে উড়ে এসে প্রদেশ সভাপতি হবেন সেটা তুলে ধরেছিলো প্রতিবাদী কলম। যেমনভাবে ২০১৫তেই বলে দিয়েছিলো বিপ্লব কুমার দেব হচ্ছন ত্রিপুরার বিজেপি সভাপতি — সেই সময় বিপ্লববাবুর নাম রাজ্যের দু'তিনজন বিজেপি

নেতা-কর্মীও জানতেন কিনা তা বলা শক্ত। যেমনভাবে যুব মোর্চার সভাপতি হিসেবে টিংকু রায়ের নাম বড় ভূমিকা নেন। অপর দিকে পত্রিকা। তেমনভাবে প্রায় বিজেপি নেতা-নেত্রীদেরকেই চমকে দিয়ে প্রতিবাদী কলম বলেছিলো বাধারঘাট কেন্দ্রের উপ নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন মিমি মজুমদার। এবারও ঠিক একইভাবে প্রতিবাদী কলম আগাম জানাচ্ছে লক্ষ্মীর বৈঠকে কংগ্রেস ভবনকে আলাকিত করার প্রস্তুতি, সুদীপ রায় বর্মণ এবং মথা ব্রিগেডিয়ারের একমঞ্চ আসা এবং কংগ্রেসে ফেরার প্রস্তুতি। অবাম রাজনীতির পথেই লোক সুদীপ রায় বর্মণ এবং মথা'র ব্রিগেডিয়ার। তারা ত্রিপুরায় বাস শাসনের অবসান চেয়েছিলেন এক সময়, একই সঙ্গে। পরে তাদের পথ আলাদা হয়। সুদীপ রায় বর্মণ

কংগ্রেসের ঘর ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস হয়ে বিজেপিতে যান এবং বাম শাসনের অবসান ঘটতে একটি বড় ভূমিকা নেন। অপর দিকে মথা'র ব্রিগেডিয়ার কংগ্রেস ছেড়ে গেলেও বিজেপিতে যাননি। নিজের দল তিপ্রা মথা গঠন করলেন। আর বিজেপির রাজনীতির খেলায় গৃহবন্দি হলেন সুদীপ রায় বর্মণ। এই বিজেপিতে সুদীপবাবু কতটা বুঝেন তা বুঝা না গেলেও রাজ্যের মানুষ ঠিকই জানেন, বুঝেন। সম্প্রতি সপরিবারে সুদীপ রায় বর্মণ তার দিল্লি সফরে গিয়ে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় একাধিক নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন ঘর ওয়াপসি নিয়ে। অর্থাৎ আবার কংগ্রেসেই ফিরে এসে নতুন করে রাজনীতির পেশাটাকে

মেরামত করে নিতে চান তিনি। বলাই বাহুল্য এতে কোনও আপত্তি থাকার কথা নয় দিল্লি কংগ্রেসের। ফলে তার কংগ্রেসে ফিরে আসা নাকি কেবল সময়েরই অপেক্ষা মাত্র। আর এদিকে বছর ঘুরতে চললেও প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মার তিপ্রা মথা'র এডিসি প্রশাসন উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদে প্রশাসনিক কোনও পরিবর্তন আনতে পারেনি। আবার গ্রেটার তিপ্রালায় নিয়োগ এক ইঞ্চি তারা এগাতে পারেনি। বরং দেখা গেছে, এই সময়ে তিপ্রা মথা'র সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা চেয়েছে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসে দলের সিদ্ধান্ত প্রণেতা তারা এই দুই দলের রাজনৈতিক সমঝোতা প্রস্তাব নাকচ করেছেন। আবার এতো বড় দাবি

### ডিজি ডিস্ক পাচ্ছেন অরিন্দম, সেরা পুলিশ সুমন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ২০২১ সালের সেরা পুলিশ অফিসারের পুরস্কার পেতে চলেছেন জিরানিয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদার। পুলিশের সেরা জেলার পুরস্কার পাচ্ছে উত্তর জেলা। সরকারিভাবে ঘোষণা না দেওয়া হলেও এই দুটি পুরস্কার পুলিশ সপ্তাহে দেওয়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সদর দফতর সূত্রের খবর। এডিনগর এমআর দেববর্মী স্টেডিয়ামে আগামী ১০ জানুয়ারি এই পুরস্কার তুলে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিকে, ২০২১ সালে ভালো কাজের জন্য ত্রিপুরা পুলিশে প্রশংসিত হচ্ছেন ৩৭ জন। ৩৭ জন পুলিশ অফিসার ডিজিপি'র প্রশংসাপত্র পাচ্ছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র হচ্ছেন আইজি (আইন শৃঙ্খলা) অরিন্দম নাথ। অফিসারদের ৪৭৭ দুইয়ের পাঁচ

### দেশ ছাড়লেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। সরকারের প্রতি আস্থা হারিয়ে দুবাই



পাড়ি দিলেন ১০৩৩৩৩৩৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক • এরপর দুইয়ের পাঁচ

## রক্তদাতা এবং গ্রহিতাদের ক্ষতির আশঙ্কা রাজ্যে রক্তদানে উল্লঙ্ঘিত হচ্ছে কেন্দ্রীয় গাইডলাইন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্যে প্রতিদিন অনৈতিক এবং বৈআইনিভাবে রক্তদান চলছে। শহরের প্রধান দুটো হাসপাতাল তথা জিপিএ এবং আইজিএম ব্রাদ ব্যাঙ্ক প্রতিদিন রক্তদাতারা এসে রক্তদান করছেন। সেখানেও নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হচ্ছে। একইভাবে নিয়ম অমান্য করা হচ্ছে হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি ব্রাদ ব্যাঙ্কও। তাছাড়াও শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় যেসব রক্তদান শিবির

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জাতীয় রক্ত সঞ্চালন পর্বদের অতিরিক্ত ডিজি ডা. সুনীল গুপ্তা একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। সেই নির্দেশিকা প্রতিটি রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্বদের কাছে এসেও পৌছয়। স্বভাবতই ওই নির্দেশিকা রাজ্যে এসেও পৌছেছে। তাতে স্পষ্ট বলা উল্লঙ্ঘিত হচ্ছে। রক্তদান করার ক্ষেত্রে অমান্য করা হচ্ছে হাঁপানিয়াস্থিত টিএমসি ব্রাদ ব্যাঙ্কও। তাছাড়াও শহর এবং রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় জেলায় যেসব রক্তদান শিবির

ওই চিঠির মূল বক্তব্যটিকে একবারেই প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না রাজ্যের কোনও জায়গায়। অনেক বলছেন, ওই গাইডলাইনটি পুনরায় রিভিউ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে। সেই রিভিউ করা গাইডলাইনটি কী? তাও সাধারণ মানুষের জ্ঞাতার্থে নেই। তবে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের এক প্রাক্তন অধিকর্তা জানিয়েছেন, গত বছরের মে মাসে ডা. সুনীল গুপ্তা যে গাইডলাইনটি জারি করেছিলেন সেটি বলবৎ আছে। এই পরিস্থিতিতে এখন নতুনভাবে কোনও গাইডলাইন রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্বদের কাছে এসে পৌছেছে কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানতে পারেননি। গত গাইডলাইনটি স্পষ্টত জানিয়ে দিয়েছিলো, করোনা টিকা দেওয়ার পর ১৪ দিন রক্তদান করা যাবে না। কিন্তু রাজ্যে এ বিষয়ক কোনও প্রশ্ন রক্তদান করতে আসা দাতাদের রক্তদান করছে কেউ জিজ্ঞাসা করছেন না। রক্ত দিতে গেলে ব্রাদ ব্যাঙ্ক ডাক্তার বা কাউন্সিলাররা একটি ফর্ম পূরণ করেন। সেটি করতে গিয়ে কোনওভাবেই করোনা টিকার প্রসঙ্গটি মুখেও আনছেন না সংশ্লিষ্টরা। এতে করে রাজ্যে রক্তদান বিষয়টি এখন কেন্দ্রীয় গাইডলাইনকে উল্লঙ্ঘন করছে। স্বাস্থ্য দফতর বিষয়টির স্পষ্টীকরণ দিয়ে বলতে পারে, গাইডলাইনটি রিভিউ করা হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই নতুন গাইডলাইন • এরপর দুইয়ের পাঁচ

An Initiative by Joyjit Saha

# Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

9774414298

53 Shishu Uddyan Bijnan Bitan A.K. Road Agartala 799001

সম্পূর্ণ বই পাঠ্যক্রমের পরে প্রকাশনা দেখে পাঠ্যক্রমের পরে বই কিনুন!

আয়োজিত হচ্ছে, সেখানেও একইভাবে রক্তদানকে কেন্দ্র করে খোদা ডাক্তারবাবুরা নিয়ম অমান্যের খেলায় মেতে আছেন। বিষয়গুলো নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে কোনও নজরদারি নেই। শুধু তাই নয়, প্রশাসনিকভাবেও বিষয়গুলোকে খতিয়ে দেখার মতো কেউ নেই। প্রতিদিন রক্তদানকে কেন্দ্র করে কী নিয়ম উল্লঙ্ঘিত হচ্ছে তাই রাজ্যের বেশ কয়েকটি ব্রাদ ব্যাঙ্কও স্টেটে দেওয়া আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য এটাই, রক্তদানের ক্ষেত্রে

যাবে না। কেন্দ্রীয়স্তরে ডা. সুনীল কুমারের নেতৃত্বে এ বিষয়টি পরবর্তী সময়ে পর্যালোচনা করা হয়। তারপর নিয়ম পাল্টে একথা বলা হয় যে, করোনা টিকা দেওয়ার পর ১৪ দিন অপেক্ষা করে তবেই রক্তদান করা যাবে। করোনার প্রথম এবং দ্বিতীয় টিকা, দুটোর ক্ষেত্রেই বিষয়টি একইরকম। গত ৫ মে তারিখের এসব বিষয়ক একটি চিঠি রাজ্যের বেশ কয়েকটি ব্রাদ ব্যাঙ্কও স্টেটে দেওয়া আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য এটাই, রক্তদানের ক্ষেত্রে

### পরীক্ষা স্থগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। কোভিডের বাড় বাড়তেই ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি (ইগনো) পরীক্ষা নেওয়া আপাতত বন্ধ করে দিয়েছে। ২০ জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের টার্ম এন্ড পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে ইগনো কর্তৃপক্ষ।

### রাজ্য পুলিশে ৫০০ কনস্টেবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। টিএসআর এবং এসপিও বিতর্কের মধ্যেই রাজ্য পুলিশে ৫০০ কনস্টেবল নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে পুলিশের ওয়েবসাইটে। তিনজন পুলিশ অফিসারের একটি কমিটিও তৈরি করা হয়েছে কনস্টেবল বাছাই প্রক্রিয়ার জন্য। এই তিন অফিসার হলেন ডিএসপি অলিভিয়া দেববর্মী, টিএসআর-র নরম ব্যাটেলিয়ানের অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডেন্ট দীপক কুমার সরকার, টিএসআর-র পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট এইচএস ডালং। তিনি হচ্ছেন নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান। ৫০০ কনস্টেবলের মধ্যে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ১০২ টি পদ। নিয়োগের জন্য শারীরিক মাপ ছাড়াও লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক ইন্টারভিউও হবে। মৌখিক ইন্টারভিউ'র জন্য ১৫ শতাংশ নম্বর রাখা হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে এসপিও জওয়ানদের ক্ষেত্রে। ৫০০ কনস্টেবলের মধ্যে ৩০৮টি পোস্ট সাধারণ ভুক্তির জন্য। ১৮৩টি ত পশিমা জেলাজাতি এবং ৯টি ত পশিমা • এরপর দুইয়ের পাঁচ

## করোনায কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য সরকার



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। করোনা সংক্রমণ প্রতিহতকরণে শীঘ্রই বেশ কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করতে চলেছে সরকার। আগামীকালই সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি থেকে এই মর্মে যাবতীয় পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অবহিত করবেন মুখ্য সচিব কুমার অলক। এরপরই যাবতীয় পরিস্থিতি সামনে রেখে কোনো ধরনের ঝুঁকি

নেবে রাজ্য মন্ত্রিসভা। আজ বনমালিপুর্নহিত রামাটকুর সেবা মন্দিরে, বাংলাদেশের চট্টগ্রামস্থিত পাহাড়তলী কেবল্যামের সপ্তম মোহন্ত মহারাজ শ্রীমদ কালিগুপ্ত ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি গুজরন ভারিয়ারে এই উর্ধ্বমুখী গ্রামকে সামনে রেখে কোনো ধরনের ঝুঁকি

নিতে নারাজ রাজ্য সরকার। তাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে সময় থাকতেই সংক্রমণ প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে রাজ্য সরকার। বহিরাঙ্গ থেকে ত্রিপুরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরে ১০০ শতাংশ যাত্রীদের কোভিড পরীক্ষা করা হবে। ইতিমধ্যেই যারা কোভিড টিকাকারের দুটি ডোজ নিচ্ছেন তাদের • এরপর দুইয়ের পাঁচ

## মন্ত্রকের তথ্যে রেগায় কেলেঙ্কারি জম্পুইহিলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রেগা একসময় গ্রামীণ মানুষের রক্ত রোজগারের প্রধান সহায় হয়ে উঠেছিলো। একশো দিনের নিশ্চিত কর্মসংস্থানে গ্রামীণ মানুষেরা সরকারি উদ্যোগে পেয়েছিলেন রক্ত রোজগারের আশ্বাস। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে শুধুমাত্র রেগাতেই বড়সড় আর্থিক বিচ্যুতি ধরা পড়েছে। সোশ্যাল অডিট এই কেলেঙ্কারিকে নানাভাবে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েও কেলেঙ্কারি এত পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে যে ফাঁকফোকর দিয়ে হলেও কেলেঙ্কারি বেরিয়ে পড়বে। আর যাতে করে শাসক দল বড়ই বিপাকে পড়বে। সোশ্যাল অডিট গোটা কেলেঙ্কারি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েও শুধুমাত্র ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জম্পুইহিল রকে রেগায় বিচ্যুতি ধরা পড়েছে ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯০৩ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছর, ২০২০-২১ অর্থ বছর এবং ২০২১-২২ কোনও অর্থ বছরেই আর সোশ্যাল অডিট হয়নি জম্পুইহিল রকে। ফলে একমাত্র ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষ ছাড়া আগের এবং পরের কোনও বছরেই জম্পুইহিল রকে রেগায় বিচ্যুতি ধরা পড়েছে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সোশ্যাল অডিট করতে গিয়ে বিচ্যুতি ধরা পড়তেই কান খাড়া হয়ে যায় দফতর কর্তা সুনীল দেববর্মার। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নাকি দফতরের মন্ত্রী বীণু দেববর্মার কানে বিষয়টি নিয়ে যান। আর বীণুবাবু সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেন, এই রকে আর সোশ্যাল অডিট করার দরকার নেই। কারণ, এক বছরেই মাত্র ৭টি ভিলেজ কমিটির এই রকে যে তথ্য সামনে এসেছে তা উদ্বেগজনক। পরবর্তী বছরগুলোর সোশ্যাল অডিট হলে দেখা যাবে অর্থ কেলেঙ্কারির পরিমাণ কয়েক কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। যে কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে আর সোশ্যাল অডিট করা হয়নি। বিশ্বস্ত সূত্র বলছে, সুনীলবাবু নাকি উপমুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন, সোশ্যাল অডিট না করলে কোনওভাবেই কেলেঙ্কারি ধরা পড়বে না। আর যেভাবে বিচ্যুতি ধরা পড়েছে সেটাও তিনি আর সামনে আনবেন না। কিন্তু কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোর্টালে সমস্ত কিছু প্রকাশ পেয়ে যাওয়াতেই সামনে চলে এসেছে সুনীলবাবুর জরিজুরি। যেখানে জম্পুইহিলের মতো ছোট রকেও কেলেঙ্কারি জঁকিয়ে বসেছে। প্রথা মোতাবেক রাজ্যের সবকয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং ভিলেজ কমিটিতে সোশ্যাল অডিট করার কথা যাতে করে বিচ্যুতি ধরা পড়লে এর থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী বছরগুলোতে সংশোধিত আকারে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যায়। কিন্তু রাজ্যে সোশ্যাল অডিট যেন শাসক দলের পুনর্বাসন কেন্দ্র হয়ে • এরপর দুইয়ের পাঁচ

## বন্ধ ১০২ পরিষেবা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের আটটি জেলার মোট ৫০টি গাড়ি দিনরাত পরিষেবা প্রদান করে আসছিলো। সংখ্যাটি কমতে কমতে ৩২-এ গিয়ে এঁকেছে। এখন সেটাও বন্ধের পথে। অনির্দিষ্টকালের জন্যে রাজ্যজুড়ে মুখধুবড়ে পড়লো ১০২ নম্বর আ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। শুক্রবার সকাল থেকেই আ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধের বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় জোর জল্পনা। ধুমধাম করে যাত্রা শুরু হলেও,



দেখতে দেখতেই বিতর্কের ডামাডোলে রাজ্যের আ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা। গত কয়েক মাস ধরেই আ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা নিয়ে বহু জল ধোলা হয়েছে। অবশেষে শুক্রবার এই পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকার চিহ্ন প্রকাশ্যে এলো। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের সামনে • এরপর দুইয়ের পাঁচ

## মেয়রের ঔদ্ধত্যে মুখ্যসচিবের আইন কাঁচকলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। শুক্রবার শবাসনের তরফ থেকে একটি নির্দেশিকা জারি হয়। সেই নির্দেশিকাটি গত ৬ তারিখ স্বাক্ষর



যজ্ঞের এই চিত্রটি সকালের পর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে, এ তবে কেমন মহানাগরিক? নিন্দুকেরা ফেসবুকে লিখতে আরম্ভ করেছেন, যেকোনও শহরে মহানাগরিক আদতে মার্জিত-উচ্চশিক্ষিত একজন পণ্ডিত হন। রাজ্যের দুভাগ্য, পূর্বতন মহানাগরিকের ছায়ায় কে পর্যন্ত ছুঁতে পারছেন না বর্তমান। অন্তত শিক্ষা'র নিরিখে তো একবারেই নয়।

করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব তথা দুর্গো মোকাবিলা আইন বিষয়ক রাজ্যের এগজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান কুমার অলক। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, রাজ্যের সকল নাগরিককেই জনবহুল এলাকায় বাধ্যতামূলকভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। শুধু তাই নয়, গত কয়েকদিন আগে ঠিক একই বিষয়ক এক গাইডলাইনে কুমার অলক স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, রাজ্যে গত ৩১ ডিসেম্বর থেকেই মাস্ক না পরলে ২০০ টাকার জরিমানার আইন

লাও। এইসব আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ময়দানে দিবা ডামকয়ার মনোভাব নিয়ে আছেন সদ্য নির্বাচিত আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সরকারি নিয়মে তিনি এই শহরের 'প্রথম নাগরিক'। একটি শহরের 'প্রথম নাগরিক' যখন প্রতিক্ষণে সরকারি নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন, সেই শহরেই শনিবার সকাল থেকে সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে মাস্কের জন্য জরিমানা আদায় করবেন প্রশাসনিক

কর্মকর্তারা। লজ্জাজনক হলেও, রাজ্যের সাধারণ মানুষকে এই ঘটনাগুলোর সাক্ষী থাকতে হচ্ছে। শুক্রবার বটতাপাঙ্কিত শিবমন্দিরে একটি যজ্ঞ অংশগ্রহণ করছেন মেয়র সাহেব। মাথায় লাল পাগড়ি এবং শরীরে জওহর কোট ও গলায় 'শ্রী রাম' লেখা দামি উত্তরীয় পরে যজ্ঞ বসেছিলেন দীপকবাবু। পায়ে মোজা পরিহিত, সাদা পাঞ্জাবি জুড়ে দীপকবাবুর চোখেমুখে যজ্ঞ চলাকালীন সময়ে যে প্রত্যয় লক্ষ্য করা গেছে, তাতে কে বলবেন তিনি



## সোজা সাপ্টা সন্তুবত তাই

বিজেপি-র বাগী বিধায়ক আশিস দাস-র বিধায়ক পদ খারিজ যে রাজনীতির অঙ্গ তা তো পরিষ্কার। আর বৃষকেতু ইস্যুকে ঝুলিয়ে রেখে আশিস দাস-র বিধায়ক পদ খারিজ করে অধ্যক্ষও বোঝালেন তিনি তো শাসক দলেরই বিধায়ক। দলের নির্দেশ না মানলে তারও পদ যাবে। সুতরাং দল আগে। এখন দেখার, আশিস দাস কোন পথে হাঁটেন। পাশাপাশি জনমনে প্রশ্ন, এবার সুদীপ-আশিস সাহা-রা কোন দিকে যাবেন? আশিস সাহা-র দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র আজ ধ্বংসস্তুপে পরিণত। শহরের প্রাণকেন্দ্রে এখন তো ইতিহাসের সাক্ষী বহন করছে। নিন্দুকেরা বলছেন, এই ধ্বংস রাজনীতির ফসল। এখানে হয়তো মেয়র বাধ্য হয়েছেন দলের নির্দেশ মানতে। দলের নির্দেশ না মানলে তারও হয়তো পদ যাবে। তবে জনগণ মনে করছে, এত কিছুর পরও সুদীপ বর্মণ, আশিস সাহা-রা কোন দিকে যাচ্ছেন বা যাবেন? করোনার কঠিন সময়ে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা। জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি খোদ প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন কার্যতঃ শাসক দলের তথাকথিত সংস্কারপন্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ধরনের প্রকটিহ তুলে দিয়েছে। সময়ের হিসাবে এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন বেশি হলে ১৪ মাস। জানা গেছে, আশিস সাহা-র কেন্দ্রে নাকি বিজেপি প্রার্থী হতে পারেন বর্তমান সভাপতি মানিক সাহা। মানিক সাহা-কে নাকি দল আশিস সাহা-র জায়গায় আনতে চাইছে। তার অঙ্গ হিসাবে আশিসবাবু-র পাড়ার যে ক্লাব সেই ক্লাবের সভাপতি পদে নাকি মানিক সাহা-কে বসানোর খেলা শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আশিসবাবুর অফিস ধ্বংস। এরপর আশিসবাবুর পাড়ার ক্লাব দখল এবং শেষে আশিসবাবুর বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন মুখ। সন্তুবত তাই হতে চলছে।

## রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

● **তিনের পাতার পর** টিকাকরণ কর্মসূচির সফল গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আত্মন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘স্বদেশীকতা, ঐতিহ্য ও সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে দৃঢ় মানসিকতা ও কর্মনিষ্ঠা সাফল্যের পথে গতি সম্ভারিত করে।’
হেলেমেয়েদের কর্মমুখী ও শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের পাশাপাশি তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্প দফতরের মন্ত্রী মনোজ কাশি দেব বলেন, যুব সম্প্রদায়কে জীবনের সঠিক পাঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। ক্রীড়া ও সেবামূলক ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলিতে জাতীয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তাদের সম্মাননা জ্ঞাপনের প্রচেষ্টা

এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। তা অন্যদের মত অনুপ্রেরণার সঞ্চার করবে। তিনি বলেন, নেশামুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার। হেলেমেয়েদের সুস্বাস্থ্যের পাশাপাশি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে খেলাধুলার সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করার আত্মন জানান তিনি। তার পাশাপাশি রক্তদানের মত সেবামূলক কর্মসূচির প্রশংসা করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, যুব সম্প্রদায়ের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে নেশা ও নেশা কারবারীদের নিমূলীকরণে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে আগততলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের সচিব শরদ্দিন্দু চৌধুরী, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা। সুবিচার দেববর্মা প্রমুখ।

## বিজেপি নেতারা, ৩০২ যোগ চান সুদীপ

● **তিনের পাতার পর** তার উপর হামলার অভিযোগে অভিযুক্তদের নাম-ধাম দিয়ে যখন মামলা করা হয়। এখন এই মামলার সঙ্গে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ থারা যোগ করে চার্জশিট দেওয়ার জন্য পুলিশের কাছে অনুরোধ করেছেন তিনি। এতদিন ধরে সিপিএম-কংগ্রেস এবং অন্যান্য নেতাদের কেউ মারা গেলে বিজেপি নেতাদেরকে দলে দলে গিয়ে সেখানে মালা দিতে দেখা গিয়েছিলো। এমনকী সামাজিক মাধ্যমে ছবি সহ পোস্ট করতেও দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু মুজিবর ইসলাম মজুমদার’র মৃতদেহ কফিনবন্দি হয়ে রাজ্যে আসার পর বিজেপি নেতাদেরকে শোক প্রকাশ করতেও দেখা যায়নি। একমাত্র সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা ছাড়া। রাজ্য রাজনীতিতে তারা সচি অথৈই কতদূর বিজেপি স্টো নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও আইনগত বিচারে তারা এখনও বিজেপি বিধায়ক। তারা ছাড়া বিজেপির আর কোনও নেতা সাধারণ শোক প্রকাশটুকুও করেননি। বোঝা গিয়েছে, দুর্ভুক্তিকারীরা, যারা ২৮ আগস্ট মুজিবরবাবুর মিলনচক্রের বাড়িতে থকে তার উপর প্রাণঘাতী হামলা করেছে তারা কাদের মদতপুষ্ট ছিলো। কোন যুব নেতা সেদিন সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লিখেছিলেন মিলনচক্রের কাকুকে একটু খেলে দিতো। এর কিছুক্ষণ পরই দুর্ভুক্তিকারীরা মুজিবর ইসলাম মজুমদারের বাড়িতে এসে হামলা করে। যার শেষ পরিণতিতে কফিনবন্দি হয়ে কলকাতা থেকে আসে মুজিবর ইসলাম মজুমদার’র নিখর দেহ।

### ৬ জেলার এসপি সহ বদলি ৫০

● **তিনের পাতার পর** পোস্টিং পেয়েছেন। মিহির লাল দাসকে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম জেলার বেশিরভাগ এসডিপিওর রদবদল হয়েছে। রাজ্যের বহু মহকুমায় নতুন এসডিপিও আসছে। সদরের নতুন এসডিপিওর দায়িত্ব নেবেন তাপস কাশি পাল। দীপস্বর পালকে জম্পুইজলার এসডিপিও করা হয়েছে। হিমাদ্রী প্রসাদ দাসকে জিরানিয়ার এসডিপিও করা হয়েছে। জিরানিয়ার এসডিপিও সুমন মজুমদারকে আমবাাসায় বদলি করা হয়েছে। আমতলির নতুন এসডিপিও হচ্ছেন আশিস দাসগুপ্ত। অনির্বণা দাসকে রেখে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম জেলাতেই। তাকে পশ্চিম জেলার শহর এলাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগরের এসডিপিও হচ্ছেন সৌমা দেববর্মা। বিলোনিয়ার এসডিপিওর দায়িত্ব নেবেন অভিজিৎ দাস। কাভা জাদিরকে গোমতীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এনসির এসডিপিও পিয়ামাধুরি মজুমদারকে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামাঞ্চল) এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশালগড়ের এসডিপিও হচ্ছেন রাহুল দাস। তিনি এতদিন উপমুখ্যমন্ত্রী বীষ্ণু দেববর্মা’র ওএসডি হিসেবে দায়িত্ব ছিলেন। পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে স্বল্প কুমার জমাতিয়াকে সরিয়ে সাক্রমের এসডিপিও করা হয়েছে। তার জায়গায় স্পেশাল ব্রাঞ্চে আসছেন জওহর লাল দেববর্মা।

### জামিনে মুক্ত জঙ্গি নেতা পরিমল

● **তিনের পাতার পর** হওয়ার দুর্দিন আগেও যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সুযোগ দেওয়া হয়নি। পরিমল একটি মামলা থেকে খালাস পেয়েছে। বাকি সব মামলাতেও জামিন পেয়েছে। জানা গেছে, পরিমলের বিরুদ্ধে নাসা প্রসাব করারেতে চাইছিলো রাজ্য সরকার। কিন্তু এটি আর প্রয়োগ করা হয়নি। মূলত পরিমলের আইনজীবীর চেষ্টায় নাসা প্রয়োগ করেনি সরকার। রাজ্যে জঙ্গি নেতাদের রাজনৈতিক দলে আসার ঘটনা নতুন কিছু নয়। এটিটিকেশ্বর জঙ্গি নেতা রঞ্জিত দেববর্মাও রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছে। বিজয় রাঈল সহ আরও কয়েকজন জঙ্গি নেতা রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। বিধানসভায় জয় পেয়ে বিধায়কও হয়েছেন।

### গ্রেফতার খুনি

● **তিনের পাতার পর** মিলে সংজ্ঞহীন অবস্থায় বৃদ্ধকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। তারপরই রেফার করে দেওয়া হয়েছিল জবি হাসপাতালে। টানা তিনদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে তিন জানুয়ারি সকালে হার মানে টিউ সরকার। ৩৮নৈ মৃতের ছেলে বিশালগড় থানায় দুইজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। গুজবাবার রাতে

পুলিশ মানিক সিনহাকে গ্রেফতার করেছে। এখন দেখার, অপর অভিযুক্ত ছেলে সুমনকে কবে নাগাদ গ্রেফতার করতে পারে পুলিশ।

##### কেলেঙ্কারি

● **প্রথম পাতার পর** দাঁড়িয়েছে। যে কারণে সোশ্যাল অডিটের দুর্নীতি ধরা পড়তেই সংশ্লিষ্ট জায়গায় সোশ্যাল অডিট বন্ধ রাখা হয় এবং কেলেঙ্কারিকে বেকোনও মূল্যে ঢেকে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে রাজ্য সরকার যে উদ্দেশ্যে সোশ্যাল অডিট চাইছে তা সম্পূর্ণভাবেই মাঠে মারা গিয়েছে।

## পাশবিকতা ঘিরে প্রশ্ন

● **আটের পাতার পর** - জিজ্ঞাসাবাদ চালান। পরবর্তী সময় মহিলাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে সন্ধ্যায় এলাকার নেত্রী-সহ বেশ কয়েকজন থানায় এসে দাবি করেন পাশবিক অত্যাচার চালানোর অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা নাকি পুলিশকে বলে দিয়েছে প্রয়োজনে শ্রীবাসকে পুলিশের সামনে নিয়ে আসা হবে। তাদের মতে শ্রীবাস কখনও এই ধরনের কাজ করতে পারে না। সে একজন পেশায় দিনমজুর। পুলিশ বৃদ্ধার কাছ থেকে জানতে পেরেছে শ্রীবাসের সাথে তাদের পরিবারের আগে থেকে ঝামেলা আছে। এখন প্রশ্ন উঠছে এলাকার মাতব্বররা। যা বলছেন তা সত্য নাকি বৃদ্ধার কথাই ঠিক? তবে যাই হোক পুলিশের কাছে যেহেতু অভিযোগ জমা পড়েছে তাদের ঘটনার তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। কারণ, একজন বৃদ্ধা অযথাই এই ধরনের অভিযোগ কেন করবেন? এলাকারসীও গোটা ঘটনা নিয়ে ধোঁয়াশায় আছেন।

## দ্বিচারিতা

● **আটের পাতার পর** - তাদের কিছু করার নেই। কিন্তু পুর এলাকায় এভাবে রাস্তা জবদখল করতে গেলে পুরসভা থেকে আগাম অনুমতি আনতে হবে, এটাই বিধি। কিন্তু পুরসভার কোনওরকম অনুমতি ছাড়াই রাস্তা দখল করে রেখেছে কোনও এক ধন্যতা ব্যক্তি। কিন্তু এ নিয়ে টাক্স ফোর্সের কোনও মাথাবাথা নেই। মাথাবাথা নেই মেয়রেরও। সম্প্রতি তার রাজনৈতিক উত্থান’র তহ ডেঙে দিয়েছে তারই টাক্স ফোর্স। আপামর কর্মচীরীদের কাছে এ এক কলঙ্কময় দিন। কিন্তু পুরনিগমের এক চোখে জল এবং এক চোখে যি দিয়ে গোটা প্রশাসনেইে অচল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট তা আর বাকার অপেক্ষা রাখে না। প্রাক্তন সাংঘর্ষ মতিলাল সরকারের বাড়ির সামনে যেভাবে বেশ কিছুদিন ধরেই উ, পাথর, বালি ফেলে কাজ করছে আর টাক্স ফোর্স হস্তিচলি করছে শহরে, বিষয়টি নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

### জয় দিয়ে শুরু

● **সাতের পাতার পর** ম্যাচে ফফার চেষ্টা করেছিল। তবে সেই পুরানো স্পোর্টস স্কুলকে দেখা গেলো না। ৫৫ মিনিটে অনীতা জমাতিয়ে স্পোর্টস স্কুলের হয়ে ১-১ গোলা শোখ করল। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে জয় পেয়ে মাঠ ছাড়ে মহান্বা গান্ধী পিসি। ম্যাচ পরিচালনা করলেন পল্লব চক্রবর্তী।

## মরশুম শেষ!

● **সাতের পাতার পর** ছুটিয়েছেন। কিন্তু বাস্তবে ক্রিকেট এবং ক্রিকেটারদের পক্ষে বসানোর ব্যবস্থা করেছেন। টানা দুইটি মরশুম ক্রিকেটহীন অবস্থায় কাটানোর পর রাজ্যের ক্রিকেটার এবং ক্লাবগুলি কি আর সহজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে? ক্লাব ফোরামে ভূমিকায়ও ক্রিকেটপ্রেমীরা সন্তুষ্ট নয়। তাদের প্রশ্ন, রাজ্যের ক্রিকেটকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়া হলো না কেন? কেন পর পর দুইটি মরশুম এভাবে বেকার কাটাতে হলো ক্রিকেটারদের?

## চ্যাম্পিয়ন এনএসআরসিসি

● **সাতের পাতার পর** ব্যবাস্যীদের সহযোগিতায় অগ্নি নির্বাপক দফতর সহজে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। বাজারের পাশের একটি পুকুর থাকাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে তাদের সহজ হয়েছে বলে জানান দফতরের কর্মীরা। না হলে পরে আরো বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো বলে অনেকে মনে করছেন। লোকানের মালিক অনিল পাল নিজে স্বীকার করেছেন উনার অসতর্কতাবশত দোকান কাছ করার সময় স্টোভের আগুন থেকে হঠাৎ লোকানে আগুন লেগে যায়। এই আগুন প্রায় আত্মইলক্ষটকরক্ষমস্ত হ হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

## মুজিবরের বিদায়

● **আটের পাতার পর** - কতটা আঘাত পেয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিন মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসতেই সবাই দাগায় ভেঙে পড়েন। চারদিকে গুণ্ডা আর্তিচিংকার শোনা যায় গোটো করায় জুড়ে। কেউই মুজিবর ইসলাম মজুমদারের অসময়ের মৃত্যুকে মেনে নিতে পারছেন না। তার প্রমাণ উঠে এসেছে শেষ যাত্রায় লোকসমাগম থেকেই। সোনামুড়া এলাকায় বিগত দিনে কারোয় শেষ যাত্রায় এত সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণ দেখা যায়নি বলে স্থানীয়রা অভিযত্ন। তিনি যে মানুষের জন্য কাজ করতেন তা এদিন তার শেষ যাত্রায় হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে।

## কংগ্রেসেই ফিরছেন সুদীপ

● **প্রথম পাতার পর** নিয়ে এগোতে গেলে যে রাজনৈতিক বাঞ্চবও প্রয়োজন তা অনুভব করছে মথা। মথা নেতারা যেভাবে বিজেপি কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসকে নাকচ করছে সেভাবে নাকচ করছে না কংগ্রেসকে। এর কারণও আছে। অতীতে এই দলের সঙ্গে জোট গড়ে সরকারও গড়েছিলো উপজাতি যুব সমিতি। কিন্তু তখন উপজাতি শরিকদের অবস্থা বর্তমান সরকারের উপজাতি শরিকদের মতো বেইজ্জতকারী ছিল না। বরং উপজাতিদের অনেক দাবি সে সময়ে পূরণ হয়েছিলো। সেই সব কথা ভ্রূমতে চান না রাজ্যে উপজাতিদের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক মোড়ালের। **আগরতলা প্রতিনিধির সংযোজন**ঃ আর ঢাক ঢাক গুড় গুড় নয়, এবার সরাসরি পুরানো দল কংগ্রেসেই ফিরছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও তার অনুগামী বিধায়কসহ বিজেপির বিদ্রুদ্ধ লোকজনের। একই সঙ্গে কংগ্রেসে যোগ কিংবা জোট যে কোনও একাটিতে ফিরে গিয়েই হাত চিহ্নকে আঁকড়ে ধরবেন তিপ্রা মথার ব্রিগেডিয়ার— এটাও প্রায় পরিষ্কার। তৃণমূল আগ্রা চেষ্টা চালালেও সুদীপবাবু৷ যে কংগ্রেসকেই তাদের পছন্দের তালিকায় রেখেছেন তা অবশ্য তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই জেনে গিয়েছেন। সুদীপবাবুদের কাছে তৃণমূলের চেয়ে কংগ্রেসের জার্সি গায়ে দিয়ে খেলতে নামার আড্ডাভাটোজ অনেক বেশি। সেদিক থেকে সুদীপবাবু৷ কংগ্রেসে ফিরলে গোটা দেশে কংগ্রেস রাজনীতিও

# বন্ধ ১০২

● **প্রথম পাতার পর** ১০২ নম্বর লেখা অ্যান্থলেস গাড়ি গুলো দাঁড়ানো থাকলেও, সেগুলো মূর্খু রোগীদের বহন করার কোনও পরিষেবা প্রদান করেনি। গুজবাবর বিভিন্ন হাসপাতাল এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারি জয়গাগুলোতে অ্যান্থলেস পরিষেবা বিকল হয়ে পড়ার ঘটনায় স্বত্বাভূতই রাজ্যভূড়ে নানা প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তবে কি চালকদের বেতন হ্রাস না? বর্হিষ্কার থেকে আসা যে চিকিদারি সংস্থাটি অ্যান্থলেস পরিষেবা পরিচালনা করার বরাত পেয়েছিলো, সেই কোম্পানিটি সঠিক পরিষেবা প্রদান করতে পারছে না? স্বাস্থ্য দফতরের ভেতরেই অ্যান্থলেস পরিষেবা নিয়ে নানা মনির নানা মত? এমন অনেকগুলো প্রশ্নই ১০২ নম্বর অ্যান্থলেস পরিষেবাকে ঘিরে প্রকাশ্যে আসছে। ঠিক কি কারণে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিষেবা বিনা নোটিশে বন্ধ হয়ে গেলো, তা বোঝা দুধুরা। তবে অনেকেই অনুমান করছেন, স্বাস্থ্য দফতরের ভেতরের কোনও এক জটিলতার কারণেই বিষয়টি বন্ধ হওয়ার দিকে বাঁক নিয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্যা মিটিয়ে এই পরিষেবা পুনরায় চালু হতে পারে বলে কয়েকটি মহলের ধারণা।

### সেরা পুলিশ সুমন

● **প্রথম পাতার পর** তালিকায় রয়েছেন ডিআইজি (দক্ষিণাঞ্চল) আরজিক (রাও), এসএএফ’র কমান্ডেণ্ট প্রবীর মজুমদার। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস, ট্রাফিক পুলিশের এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, টিএসআর-এর তৃতীয় ব্যাটালিয়নের কমান্ডেণ্ট নারায়ণ রায় চৌধুরী, পশ্চিম জেলার ভাবি এসপি বি জে রেজি। পাঁচজন ডিএসপি, ৬ জন ইনসপেকটর, ৫ জন সাবইনসপেকটর পদের অফিসার ডিভি’র প্রশংসা পত্র পাবেন। এছাড়া সিআরপিএফ-র ১২৪ নম্বর ব্যাটালিয়নের একজন এসআইকেও ডিভির প্রশংসা পত্র দেওয়া হবে। শনিবার পুরক্ষার প্রাপকদের এম আর দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে উ পশ্চি ত থাক তে বলা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি, পুলিশ সপ্তাহের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উ পশ্চি থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব। রাজ্য পুলিশ পুলিশ সপ্তাহ উ পলক্ষে ৮ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত নানা কর্মসূচি নিয়েছে।

ভিন্ন দিকে মোড় নিতে পারে। কারণ, দেশভূড়েই দলে দলে নেতা-নেত্রীরা কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দলে নাম লেখাচ্ছেন। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ নেতাদেরই পছন্দ এখন তৃণমূল। সেখানে তৃণমূলের লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখান করে সুদীপবাবুদের কংগ্রেসে যোগদান কংগ্রেসের মরা গাওে জোয়ার এনে দিতে পারে। যতদূর খবর, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকেই ঢাকঢোল পিড়িয়ে কংগ্রেসে যোগ দিতে চলেছেন সুদীপ রায় বর্মণ আড্ডা কোং। প্রায় কাছাকাছি সময়েই সরাসরি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারে তিপ্রা মথা। তবে এ বিষয়টিকে অনেকে আবার সরাসরি যোগ না বলে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটের বিষয়টিকেও প্রধান দিতে শুরু করেছেন। বিপ্রব বিরোধী অবস্থানে থেকে বিজেপিতে সুদীপবাবুদের আর যে কিউই হবে না সুশান্ত চৌধুরীর মন্ত্রিত্ব প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তারা তা বুঝে গিয়েছেন। কারণ, বিজেপি কঁটা দিয়ে কঁটা তোলার রাজনীতি শুরু করে দিয়েছে। সুদীপবাবুদের দল ভাঙিয়ে সুশান্ত চৌধুরীকে প্রথমেই টেনে নিয়ে গিয়ে সুদীপ বাহিনীর কোমর ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তখনই সুদীপবাবু৷ বুঝে গিয়েছেন, বিজেপির কোনও কোনও মহলা থেকে তাদেরকে যতই আশ্বস্ত করা হোক না কেন, সবটাই যে ধোঁকা তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে। সর্বশেষ সুদীপবাবুদের জন্মায় আঘাত করে বিজেপির বিরোধী নেতা রণজয় দেব এবং প্রবীর নাগকে চেয়ারম্যান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। যাতে করে সুদীপবাবু৷ আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। অবশ্য বিজেপির কাছ থেকে এখন আর সুচণ্ডবং কোনও সম্মান কিংবা পদ আশা করেন না সুদীপবাবু৷। তারা বুঝে গিয়েছেন, কৌশলগত কারণে বিজেপি তাদের বহিষ্কার করবে না। কারণ বহিষ্কার করলেই তাদের বিধায়ক পদ বেঁচে যাবে। আর বিধায়ক পদ বাঁচানোর জন্য অপেক্ষা করে বিজেপিতে থেকে গেলে তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ প্রায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। বিজেপি ইতিমধ্যেই ৬-আগরতলা এবং ৮-বড়দোয়ালি কেন্দ্রের নতুন প্রার্থীর সন্ধান করে নিয়েছে এবং এটা ব্রন্ধার মতহই সত্যি যে সুদীপ রায়বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা বিজেপিতে চু পচাপু থেকে গেলেও আগামী বিধানসভায় বিজেপিতে তাদেরকে আর টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। সেদিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ধরেই নিয়েছিলো, সুদীপবাবুদের পরবর্তী গন্তব্য তৃণমূল। বিগত পূর নিগমের নির্বাচনে সুদীপ অনুগামীদের তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া সেই পথকে অনেকটাই যেন প্রশস্ত করেছিলো। কিন্তু তখনও মন স্থির করতে পারছিলেন না সুদীপবাবু। শেষ পর্যন্ত তৃণমূলকে সাইডলাইন করে দিয়ে কংগ্রেসে যোগদানের বিষয়টিকেই মনে প্রাণে স্থির করে নিয়েছেন। সুদীপবাবু৷ ভাবনায় তৃণমূল যতই চেষ্টা করুক, এখনও গোটা দেশে প্রধান বিরোধী শক্তি কংগ্রেস। ফলে, তাদের পক্ষে কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরাই হবে

● **প্রথম পাতার পর** চিত্রটি সকালের পর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে, এ তবে কোন মহানাগরিক? নিন্দুকেরা ফেসবুকে লিখতে আরম্ভ করেছেন, যেকোনও শহরে মহানাগরিক আদতে মার্জিত-উচ্চশিক্ষিত একজন পন্ডিত হন। রাজ্যের দুর্ভাগ্য, পূর্বতন মহানাগরিকের ছায়াকে পর্যন্ত ছুঁতে পারছেন না বর্তমান। অন্তত ‘শিক্ষা’র শব্দকেই তো একেবারেই নয়। না হলে শহরের প্রথম নাগরিক হয়ে এভাবে শহরবাসীদের ভুল পথে চালিত করতেন না তিনি। একই অবস্থা শাসক দলের শিক্ষক মুখপাত্রের। মাইক্রোফোনের সামনে বসে ইয়া বড় বড় লেকচার দিতে অভ্যস্ত শিক্ষক মুখপাত্র যখন সরকারি নিয়ম ভাঙতে পারেন, তখন সাধারণ মানুষ কী কারণে শনিবার সন্ধ্যা থেকে নিজেদের গাঁটের পরস্য প্রশাসনকে তুলে দেনেন? এই প্রশ্ন এখন ঘরে ঘরে। সামাজিক মাধ্যমে দীপকবাবুদের মাস্কহীন নাকেরা এবং সরকারের আইনকে তামাটে করে রাখার দৈনন্দিন অভ্যাসকে জোকস্ হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বিভিন্ন ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল। লজ্জার মাথা খেয়েও শনিবার থেকে দীপকবাবু ও শিক্ষক মুখপাত্রদের উচিত মুখে মাস্ক ব্যবহার করা। না হলে প্রশাসনের উচিত, এনাগের কাছ থেকেও ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করা। একথা কে না জানে, এখন প্রশাসনে সেরকম ‘চাঞ্চ’ আধিকারিক নেই। তবে ঠাঁ, শনিবার সকাল থেকে মাস্ক না পরা থাকলে যদি প্রশাসন ২০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করতে যান, তাহলে সাধারণ নাগরিকরাও গত কয়েক কিস্তির মতোই মা-বাপ তুলে গালাগালি দিতে পারেন প্রশাসনিক কর্তাদের।

## কেন্দ্রীয় গাইডলাইন

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্যবাসীকে জানানো হলো না কেন? রক্তদান শিবির একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। প্রতিদিন বহু মানুষ এক ইউনিট রক্তের জন্য এই ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ওই ব্লাড ব্যাঙ্কে দৌড়বীণ করেন। তাছাড়া, প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন জয়গায় রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক উদ্যোগে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই করোনার টিকা নিয়ে রক্তদান করার বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। টিকা নেওয়ার পরে ১৪ দিন ফারাক রাখার বক্তব্যটি যদি না মানা হয়, তাহলে রাজ্যে আদ্যতেই কেন্দ্রীয় গাইডলাইন মানা এবং সেটিকে খতিয়ে দেখার মতো কোনও অবস্থাই বিরাজমান নেই। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তরফে বিষয়টি নিয়ে কোনও উদ্যোগ গৃহীত হয় কিনা। ডা. সুনীল গুপ্তা যে চিঠিটি পাঠিয়ে রাজ্যের রক্ত সঞ্চালন পর্দ্যকে টিকা এবং রক্তদান বিষয়ক গাইডলাইন জানিয়েছিলেন, সেটি হাড়ে হাড়ে মানা প্রয়োজন। এই খবর প্রকাশের পর দফতর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেটাই এখন দেখার।

# নারাজ রাজ্য সরকার

● **প্রথম পাতার পর** ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বলবৎ হবে। তার পাশাপাশি চুরাইবাড়ি, রেলপথ ও আন্তর্জাতিক সীমান্তের মাধ্যমে রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে শীঘ্রই বিধি-নিষেধ লাগু হওয়ার ইঙ্গিত মিললো মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি জানান, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারসহ নাইট কারফিউ’র মত পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার । ইতিমধ্যেই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ভারতীয় জনতা পার্টি রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার রাজ্য সফরসূচি আপাতত

## গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

● **সাতের পাতার পর** বোধকে জাগ্রত করে। তাই তিনি অভিভাবকদের তাদের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার প্রতি অনুপ্রেরণা দেওয়ার আবেদন জানান। এছাড়াও অন্যান্য অতিথিগণও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। পরে অতিথিগণ বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীরাও হতে পুরস্কার তুলে দেন। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী এই কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটে।

## পয়েন্ট কাড়ল ইস্টবেঙ্গল

● **সাতের পাতার পর** খতে পেয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধে যথেষ্ট আয়বিশ্বাসে ভরা ফুটবল খেলে কলকাতার প্রধান। এদিন মাত্র একজন বিদেশি চিামাকে রেখে দশজন স্থানীয় ফুটবলার নিয়ে দল সজি হয়েছিলেন রেনেডি সিং। এদিনও বার্থ নাইজেরিয়া। ১৩ মিনিটে একটা হ্যাফ চাপ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বাইরে মারেন চিমা। প্রথমার্ধে লাল হলুদের পজিটিভ সুযোগ বলতে এই একটাই। প্রথম ৪৫ মিনিট দুই দলই সেইভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। মুম্বইয়ের যাবতীয় আক্রমণ আটকে যায় অ্যাটাকিং ডিফেন্ডে। আঙ্গুলের একটা শট তালুবন্দি করেন লিঙ্গদম। ম্যাচের ২৩ মিনিটে বাল্লের মধ্য বিকাশ জইরুর হাতে বল লেগেছিল। পেনাল্টির আবেদন জানিয়েছিলেন মুম্বইয়ের ফুটবলাররা। কিন্তু রেফারি কর্পপাত করেননি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জইরুকে তুলে রফিককে নামান রেনেডি। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি আক্রমণ বাড়ানোর চেষ্টা করে মুম্বই।

যথোপযুক্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে সুদীপবাবুকে অক্সিজেন জুগিয়েছেন কংগ্রেসেরই প্রাক্তন সভাপতি, বর্তমানে তিপ্রা মথা’র ব্রিগেডিয়ার। ব্রিগেডিয়ারও বুঝে গিয়েছেন, বিজেপির সঙ্গে খেলায় বেশিদূর এগোতে পারবেন না তিনি। তৃণমূলের সঙ্গে জোট গিয়েও তার তেমন কোনও ফায়দা হবে না। ফলে, তিপ্রা মথা’কে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কংগ্রেসই তার শেষ গন্তব্য। সর্বশেষ, পাশাপাশি এই দুই শক্তি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হলে তৃণমূলের বাড়ি যে প্রায় খালি হয়ে যাবে এ ব্যাপারেও তিনি শিঁচত সুদীপবাবুই। ফলে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবন যে সময়ের অপেক্ষা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

### ৩৪১ চাকরি

● **৬-এর পাতার পর** সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞপন বা জব এলার্ট পেয়ে যানেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

### অফিসার পদে

● **৬-এর পাতার পর** ব্যাপার রয়েছে। যেমন, স্পেস্ট্রিক্স (সেন্ট্রাল এঞ্জাইজ/ ইন্ডেন্ট্রড অফিসার এঞ্জাজমিনার) পদের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি।

## ৫০০ কনস্টেবল

● **প্রথম পাতার পর** জাতি সম্প্রদায়ের জন্য সরক্ষিত ১৮ থেকে ২৪ বছর বয়সের যুবক-যুবতিরা এই নিয়োগ র্যালিতে অংশ নিতে পারবেন। ছেলেদের ক্ষেত্রে শারীরিক মাপের পরীক্ষা আগে উত্তীর্ণ হতে হবে। এ জন্য ২১ মিনিটে ৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হবে। ১৪ ফুট দূরত্ব লং জাম্প দিতে হবে। হেরোয়ের ক্ষেত্রে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়তে হবে। তার জন্য সময় থাকবে দুই ৯ মিনিট। এনসিসি’তে ‘এ’ ‘বি’ এবং ‘সি’ সার্টিফিকেট থাকলে বাড়তি সুবিধা থাকবে। শারীরিক মাপে উত্তীর্ণ হলে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় বসার সুযোগ মিলবে। শারীরিক পরীক্ষার জন্য আট জেলায় যুবক-যুবতিরা নিয়োগ র্যালিতে অংশ নিতে পারবেন। এ বছরের ১১ মার্চের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ হবে। চাকরিচ্যূত ১০৩২৩ শিক্ষকরা পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগে বয়সের ছাড় পাবেন। ত্রিপুরা পুলিশের ওয়েবসাইটে চাকরির সমস্ত তথ্য দেওয়া হয়েছে। বাংলা,ইংরেজি এবং কনবরক তিন ভাষাতেই কনস্টেবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, টিএসআর অফার ছাড়ার পর থেকেই গোটা রাজ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। আগরতলায় একাধিকবার আন্দোলনও হয়েছে। এই আন্দোলনের মধ্যে পুলিশ কনস্টেবলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

## দেশ ছাড়লেন

● **প্রথম পাতার পর** ইনতেকাব আলম। টানা ২১ মাস চাকরিচ্যূত অবস্থায় সরকারের উপর ভরসায় ছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস হারিয়ে কাজের খুঁজে গেলেন দুবাই। ইনতেকাব’র বাড়ি সোনামুড়া। পরিবারে তিনিই ছিলেন একমাত্র উ পার্জনকারী ব্যক্তি। এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির নেতা কনক দেব। তিনি জানান, আর কোনও উপায় না পেয়ে কাজের খুঁজে দেশ ছেড়েছেন ইনতেকাব। সরকার যে প্রতিক্রিয়া রক্ষা করবে না এটা বুঝে গিয়েছেন তিনি। তাই অভাবের তাড়নায় তাকে বিশেষ য়েতে হয়েছে।



# শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সম্প্রসারণ করছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের সীমান্ত সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এনএসএস বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ভবিষ্যৎকালের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সম্প্রসারণ করছে রাজ্য সরকার। শুক্রবার যুব বিষয়ক ও

ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে যুব সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ ও মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। রবীন্দ্র শতবর্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রক্তদান কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এর পর

বিগত বছরগুলিতে ক্রীড়া ও সেবামূলক ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রাখার জন্য জাতীয় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কৃতদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্যান্য অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এনএসএস-এর মত কর্মসূচির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা

তৈরির লক্ষ্যে, দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে সীমান্ত সংলগ্ন সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতে এনএসএস বাধ্যতামূলক ও কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। ছাত্র জীবনের অত্যাবশ্যকীয় প্রবাহমান ঘটনাবলী ও পারি পার্শ্বিক শিক্ষাবিষয়ক কর্মসূচি সম্পর্কে পড়ুয়াদের সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যিক। মিশন ১০০ বিদ্যাজ্যোদি স্কুলস পরিকল্পনা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে চলেছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এর সফল বাস্তবায়নের বিভিন্ন শর্তাবলী শিথিলিকরণ-সহ একাধিক ক্ষেত্রে আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গী রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। নিয়োগ থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ সম্প্রসারণে স্বচ্ছতার পাশাপাশি মহিলা স্বশক্তিকরণ, সামাজিক অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে রাজ্য সরকার। মহিলাদের বোজগার সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গুচ্ছ পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের কোভিডের ●এরপর দুইয়ের পাতায়

## ৬ বছর ধরে নিয়োগ বন্ধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। জব ফেয়ার নিয়ে অনেক প্রচার চলেছে। কিন্তু তার বিপরীতেও এমন কিছু বিষয় আছে যা আন্দোলনের জেরেই প্রকাশ্যে চলে আসছে। গত কয়েকদিন ধরে স্বাস্থ্য দফতরে বেকারদের দফায় দফায় ডেপুটেশনের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু বেরিয়ে আসছে। যা এ রাজ্যে সরকারি দফতরে নিয়োগের দরজা বন্ধ হয়ে আছে বলে নিদ্রুকেরা দাবি করছে। শুক্রবার রেডিওগ্রাফার বেকাররা ডেপুটেশন প্রদান করেছে স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তার উদ্দেশ্যে। বেকার রেডিওগ্রাফাররা জানিয়েছে, ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে নিয়োগের কথা বলা হলেও রেডিওগ্রাফারদের জন্য কোনও পদ ছাড়া হয়নি। করোনা মোকাবেলায় রেডিওগ্রাফারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন প্রাথমিক হাসপাতাল কিংবা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে রেডিওগ্রাফারের স্বল্পতাও রয়েছে। এদিন মূলত এই বিষয়গুলিই তুলে ধরতে সৌরভ ভৌমিকের নেতৃত্বে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। রাজ্যে ৬ বছর ধরে রেডিওগ্রাফার নিয়োগ করা হচ্ছে না। এই বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিকর্তার উদ্দেশ্যে। রাজ্যে ২১০ জনের মত বেকার রেডিওগ্রাফার আছে। তাদের নিয়োগের জোড়ালো দাবি জানানো হয়। রাজ্যে বেকারদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি উদ্যোগে জব ফেয়ারের কথা বলা হলেও, এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে বেকারকারি প্রতিষ্ঠানে জব ফেয়ারের মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে। অচ্য সরকারের দফতরে বিভিন্ন ●এরপর দুইয়ের পাতায়



প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে শুক্রবার কসবেশ্বরী কালী মন্দিরে পূজা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপ ও যজ্ঞ করে কসবেশ্বরী কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্যদের চেয়ারম্যান রাজীব ভট্টাচার্য।

## টাকা পাচ্ছেন না কোভিড নার্সরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। কোভিড ডিউটি করার জন্য ২০ হাজার টাকার মাসিক ভাতায় বেকার নার্সদের কাজে লাগিয়েছিল স্বাস্থ্য দফতর। রাজ্যের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল জিবিপি হাসপাতাল বা জেলার হাসপাতালে তাদের কাজে লাগানো হয়। অন্তত চার মাসের টাকা তারা পাননি, টাকা বকেয়া পড়ে আছে। ভয়ে নাম জানাতে চাননি এমন কয়েকজন ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন, এই সরকার স্বায়ীভাবে নার্স নিয়োগ করেনি, আবার বেকার নার্সরা, যারা জীবন বাজি রেখে কোভিড রোগীদের সেবা করেছেন, তাদের মাসিক ২০

হাজার টাকা করেও দিচ্ছে না। দীর্ঘদিন বকেয়া পড়ে আছে। স্বাস্থ্য দফতরের এক সূত্র বলছে, কবে এই টাকা দেওয়া হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। কোভিডের প্রথম ওয়েভের সময়েও এরকমভাবে ডাক্তার ও নোওয়া হয়েছিল, তাদের টাকাও বকেয়া পড়েছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে এটিজিডিএ'র নেতা সেই কথা তুলেছিলেনও। সেই সময়েই সূত্রিম কোর্টে ভারতের সলিসিটর জেনারেল যে যে রাজ্যে স্বাস্থ্য কর্মীদের টাকা নিয়মিত দেওয়া হচ্ছে না, তাদের নামের তালিকায় ত্রিপুরার নামও বলেছিলেন। তখন শিক্ষামন্ত্রী সেটাকে 'কমিউনিকেশন

গ্যাপ' বলেছিলেন। রাজ্য হলফনামাও পেশ করেছিল, যদিও কাছাকাছি সময়েই ইন্টারডাক্তররা বকেয়া স্টাইপেন্ডের দাবিতে জিবিপি হাসপাতাল চত্বর ঘেরাও করেছিলেন। স্থায়ীভাবে নার্স নিয়োগ না হওয়া নিয়ে গতবছর সরকারপন্থী বলে পরিচিত নার্সদের সংগঠনের নেত্রী নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। বিগত সরকার ফিল্ডে হলেও নার্স নিয়োগ করত এবং এই সরকার তাত করছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দফতরে প্রচুর ডাক্তার ও নার্স'র পদ খালি পড়ে আছে, বেকার নার্স, ডাক্তারও প্রচুর।

# নিহত মুজিবরের দিক থেকে মুখ ফেরালেন বিজেপি নেতারা, ৩০২ যোগ চান সুদীপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজনীতি কত নিষ্ঠুর, কত নিম্নম্ন হতে পারে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের প্রয়াত নেতা মুজিবর ইসলাম মজুমদার। গত বছরের ২৮ আগস্ট নিজ বাড়িতেই প্রকাশ্য দিবালোকে দুর্ভুক্তিকারীদের বর্বরোচিত হামলায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন মুজিবরবাবু। মেরে তার হাত বেঙে দেওয়া হয়, মাটিতে ফেলে বুট দিয়ে তার বুকে আঘাত করা হয়। গুরুতর আহত মুজিবরবাবু আর সেই আঘাত সামলে উঠতে পারেননি। দফায় দফায় কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলেছে। কিন্তু মারের আঘাত তাকে এমনভাবেই কাবু করে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসকদের টানা প্রচেষ্টাও হার মেনেছে মৃত্যুর কাছে। তার পরিবার পরিজনদের অভিযোগ, নিপাট ভদ্রলোক এবং সজ্জন মুজিবর ইসলাম মজুমদারকে কার্যত

ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হলো। একই অভিযোগ করেছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণও। কিন্তু মুজিবরবাবুর দাদা বর্তমানের বিজেপি নেতা বাহারুল ইসলাম মজুমদারের বক্তব্য, খুন নয়, অসুস্থতায় মৃত্যু হয়েছে তার

কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আর বাহারুলবাবু চাকরিজীবন থেকে মুজিবরবাবু দাদাকে নাকি একবার দেখতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতা তথা দাদা বাহারুল ইসলাম মজুমদার ভাইয়ের শেষ সময়ের ডাকও ফিরিয়ে দিয়েছেন, পাছে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় — এই ভয়ে। আর এই ভয় থেকেই এদিন বলেছেন, মারের আঘাতে নয়, তার ভাই অসুস্থতায় মারা গেছে। বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বাহারুলবাবুর এই বক্তব্যকে একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কলেন, এটা কোনও ভাই ভাইয়ের জন্য বলতে পারে না। এমন বক্তব্য একমাত্র রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই সম্ভব। বাহারুলবাবু কার্যত সেটাই করেছেন, তার কাছে ভাই নয় রাজনীতিই বড় হয়ে উঠেছে। তবে সুদীপবাবুর বক্তব্য, নিপাট ভদ্রলোক মুজিবুর ইসলাম মজুমদারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। ●এরপর দুইয়ের পাতায়

অবনতি হয়েছে, তখনও বাহারুলবাবুর কাছে খবর যায় মুজিবরবাবু দাদাকে নাকি একবার দেখতেও চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতা তথা দাদা বাহারুল ইসলাম মজুমদার ভাইয়ের শেষ সময়ের ডাকও ফিরিয়ে দিয়েছেন, পাছে তার রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব হয়ে যায় — এই ভয়ে। আর এই ভয় থেকেই এদিন বলেছেন, মারের আঘাতে নয়, তার ভাই অসুস্থতায় মারা গেছে। বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বাহারুলবাবুর এই বক্তব্যকে একজন রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কলেন, এটা কোনও ভাই ভাইয়ের জন্য বলতে পারে না। এমন বক্তব্য একমাত্র রাজনৈতিক নেতার পক্ষেই সম্ভব। বাহারুলবাবু কার্যত সেটাই করেছেন, তার কাছে ভাই নয় রাজনীতিই বড় হয়ে উঠেছে। তবে সুদীপবাবুর বক্তব্য, নিপাট ভদ্রলোক মুজিবুর ইসলাম মজুমদারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। ●এরপর দুইয়ের পাতায়



ভাইয়ের। বাহারুলবাবুর এই বক্তব্যকে ঘিরে এদিন তোলাপাড় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের মনও। দুর্ভুক্তিকারীদের হামলায় গুরুতর জখম হওয়া মুজিবর কিছুদিন আগেই কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল

নেতা। আপন ছোট ভাই দুর্ভুক্তিকারীদের হামলায় গুরুতর জখম হলেও রাজনৈতিক দূরদ্ব্য থাকার কারণে ছোট ভাইকে একবার চোখের দেখাও দেখতে যাননি বাহারুলবাবু। হাসপাতালে যখন তার শারীরিক অবস্থার

## ফিরলো মৃত্যু আক্রান্ত ১০৩

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্তের গ্রাফ রাজ্যে উর্ধ্বমুখী। সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়ালো ৩.০৯ শতাংশে। শুক্রবার ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত বাড়লো ১০০'র উপর। ফিরলো মৃত্যুও। শুধুমাত্র পশ্চিম জেলায় ৬২ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। তবুও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নাইট কারফিউ স্কুল কলেজ বন্ধের নির্দেশিকা দেওয়া হয়নি। সরকারের কাগজে কলমে নির্দেশিকা থাকলেও মাস্কবিহীন লোকজনদেরই বেশি দেখা যায় শহরে। শাসক দলের নেতাদের মুখেও মিছিল-মিটিং-এ মাস্ক আকছারই থাকছে না। এর মধ্যেই শুক্রবার ১০৩ জন নতুন করোনা আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন একজন পজিটিভ রোগী। পজিটিভের সংখ্যা বেড়েছে উত্তর, সিপাহিজলা, দক্ষিণ এবং গোমতী জেলাতেও। যদিও ২৪ ঘণ্টায় সোয়াব পরীক্ষা বেশি একটা বাড়ায়নি রাজ্য প্রশাসন। শুক্রবার স্বাস্থ্য দফতরের দেওয়া মিডিয়া বুলেটিন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টায় ৩০৩০ জনের সোয়াব পরীক্ষা করা হয়েছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেড়ে দাঁড়ালো ৩৩০ জনে। এখন পর্যন্ত ৮২৭ জন করোনা আক্রান্ত রাজ্যে মারা গেছেন। অন্যদিকে, দেশে প্রত্যেকদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে ১ লক্ষ ১৭ হাজারের উপর পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। এই সময়ে মারা গেছেন ৩০২ জন সংক্রমিত রোগী।

## গ্রেফতার খুনি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ জানুয়ারি।। ধানের জমিতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় থেফতার এক অভিযুক্ত অধরা আরেক অভিযুক্ত। গত ৩০ ডিসেম্বর দুপুরবেলায় বিশালগড় থানাধীন কলকলিয়া এলাকায় ধানের জমিতে কাজ করার সময় কথা কাটাকাটি নিয়ে বাপ-বোটা মিলে টিটু সরকার নামের এক ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করার অভিযোগ উঠেছিল। তিনদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর চারদিনের মাথায় জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই বৃদ্ধ। বিশালগড় থানায় অভিযুক্ত মানিক সিনহাও তার ছেলে সুমন সিনহার বিরুদ্ধে মামলা হয়। শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ মণিপুরী পাড়ার নিজ বাড়ি থেকেই অভিযুক্ত



মানিক সিনহাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এই মামলার উপর অভিযুক্ত সুমনকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। শনিবারেই মানিক সিনহাকে বিশালগড় আদালতে তোলা হবে বলে জানান পুলিশ। জানা গেছে, কলকলিয়া এলাকার একটি ধানের জমিতে প্রতিদিনই কাজ করেন তারা। গত ৩০ ডিসেম্বরও তারা যার যার জমিতে কাজ করছিল। এমন সময় কোন একটি কথা নিয়ে ৬০ বছরের টিটু সরকারের সান তে তকবিরক শূক হয় সুমন ও তার বাবা মানিক সিনহার। এক সময় উত্তেজিত হয়ে বাপ-বোটা দুজনই বাঁশ দিয়ে টিটু সরকারকে মেরে রক্তাক্ত করে ফেলে রাখে ধানের জমিতে। এমনটাই অভিযোগ করেন মৃতের ছেলে লিটন সরকার। পরে এলাকাবাসী ●এরপর দুইয়ের পাতায়



চম্পকনগরস্থিত বহু পুরানো রেশন গুচ্ছ প্রকল্প কেন্দ্রের সামনে বিজেপি মন্ডল অফিস ও বাইক বাহিনীর কর্মকর্তাদের দোকানঘর নির্মাণ চলাছে সরকারি জায়গায় মাটি ভরাট করে। স্থানীয় পুলিশ স্টেশন এর সামনের ঘটনা। প্রশাসন ও রেশন গুচ্ছ দফতর বিজেপি বাইক বাহিনী ভয়ে চুপ।

চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ	
	যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।
— ঃ ঠিকানা ঃ— খেজুর বাগান, ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, জিজ্ঞার হোটেল সংলগ্ন।	যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোনও ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।
সময় : সকাল ৯টা থেকে ১২টা বিকাল ৪টা থেকে রাত্র ৭টা	
Contact No. - 9862107697 (W) / 9862108560	

## জামিনে মুক্ত জঙ্গি নেতা পরিমল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। জেল থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন এনএলএফটির কটর জঙ্গি নেতা পরিমল দেববর্মা। যোগ দিচ্ছেন বিশিষ্ট আইনজীবী পীযুষ কান্তি বিশ্বাসের নতুন তৈরি করা রাজনৈতিক দল ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টে। পরিমলকে পাশে রেখে এই ঘোষণা দিয়েছেন পীযুষের ছেলে পুজন বিশ্বাস। এনএলএফটির (পিডি) গ্রুপের তিনিই ছিলেন প্রধান। গত বছর মার্চে মিজোরামের রাজধানী আইজল থেকে ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ গোপন খবরের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছিলো। এরপর থেকে টানা আট মাস জেলেই ছিলেন পরিমল। শুক্রবার বেরিয়ে এলেন থেকে। তার বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের কাছে হয়টি মামলা ছিলো। মামলাগুলি কাঞ্চননপুর, রাধাপুর, ছামনু এবং ধর্মনগর থানায় নথিভুক্ত করা হয়েছিলো। ২০১৪ সালে এনএলএফটি (বি এম) গোষ্ঠী থেকে আত্মসমর্পণ করেছিলো পরিমল। এর দুই বছর পরই আবারও অস্ত্র হাতে নিয়ে একজনকে খুন করার পর বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশে গিয়ে নিজের আলাদা জঙ্গি গোষ্ঠী তৈরি করে। এডিসি নির্বাচনের আগে পরিমল বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তখনই ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ তাকে মিজোরামে গিয়ে গ্রেফতার করে। এনএলএফটির জঙ্গি সদস্য কান্তি মারাককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ পরিমল সম্পর্কে তথ্য পেয়েছিলো। এই পরিমলকে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়। এরপর আদালতে রেখে ট্রায়াল চলতে থাকে। কাঞ্চনপুরেই তার নামে তিনটি মামলা ছিলো। শুক্রবার অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে আইনজীবী পুজন বিশ্বাস তার দলের হয়ে কাজ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি নিজেই জানান, বাধ্য হয়ে ভুল পথে গিয়েছিলেন পরিমল। ভুল বুঝে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চেষ্টা করছিলেন। আত্মসমর্পণ করতে যোগাযোগও করছিলেন। গ্রেফতার ●এরপর দুইয়ের পাতায়

## মহাকরণের পাশে যাচ্ছে পিএইচকিউ, উদ্বোধন ১২ জানুয়ারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। পুলিশ সদর দফতর সরে যাচ্ছে মহাকরণ ভবনের পাশে। কুঞ্জবন মৌজার অন্তর্গত মহাকরণবিল্ডিংয়ের কাছেই পুলিশ সদর দফতরের বিভিন্ন তৈরির কাজ শুরু হবে। ১২ জানুয়ারি সকাল ১১টায় নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। একই সঙ্গে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ওইদিন ক্রাইম ব্রাঞ্চের

নতুন বিল্ডিংয়ের উদ্বোধনও হয়ে যাবে। অর্থাৎ ক্রাইম ব্রাঞ্চের নতুন বাড়ি শুরু হচ্ছে পুলিশ শুল্কের মাথোই। আগরতলার কায়ার সার্ভিস টৌমহনিতে পুলিশ সদর দফতরটি বহু বছর পুরোনো। এই জায়গায় অবশ্য পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের অফিস থেকে যাবে বলে জানা গেছে। ডিজিপি ছাড়াও পুলিশের শীর্ষ স্তরের অফিসাররা কুঞ্জবনে নতুন বিল্ডিংয়ে চলে যাবেন। তবে নতুন বিল্ডিংয়ের কাজ

শেষ হতে বছরখানেকের উপর লাগতে পারে। এতদিন পর্যন্ত পুরোনো জায়গায়ই থাকবে পুলিশ সদর দফতর। নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে আইজি (প্রশাসন), ডিআইও (পুলিশ সদর দফতর), পশ্চিম জেলার এসপি, সাইবার ক্রাইম'র এসপি, টিএসআর-র প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়নের অফিসারসহ সহ অন্যান্য অফিসারদের থাকতে বলা হয়েছে।

## ৬ জেলার এসপি সহ বদলি ৫০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ৬ জেলার এসপি সহ রাজ্য পুলিশে এসপিও পর্যায়ে ব্যাপক রদবদল। বদলি করা হয়েছে টাফিকের এসপিকেও। রাজ্য পুলিশের টিপিএস অফিসার পর্যায়ে বদলি হলেন ৫০ জন। শুক্রবার বদলির এই নির্দেশিকাটি জারি করেছেন রাজ্য সরকারের উপসচিব এস কে দেববর্মা। বদলির তালিকায় রাজ্যের ৬ জেলার এসপি'র নাম রয়েছে। সদরের এসপিও রমেশ হয়েছে। সম্ভবত রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও এসডিপিওকে এসপি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। বদলি হলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস। তার জায়গায় এসপি'র দায়িত্ব নিচ্ছেন আইপিএস বোগাতি জগদীশ্বর রোজ। উনেকোটি জেলার এসপি'র দায়িত্ব নিচ্ছেন কিশোর দেববর্মা। সিপাহিজলার

এসপি হচ্ছেন রতি রঞ্জন দেবনাথ। শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বার্থ এসপি শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তীকে এন্টি নারকোটিক্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি আবার সিরিয়াস ক্রাইম দফতরের দায়িত্বও সামলাবেন। তিমির দাস এবং আপন জমাতিয়াকে পোস্টিং দেওয়া হয়নি। তাদের অপেক্ষাক্রমের তালিকায় রাখা হয়েছে। প্রকিউরমেন্টের এসপি হচ্ছেন প্রবীর মজুমদার। পশ্চিম জেলার এসপি মানিক দাসকে টিএসআরের প্রথম এবং ১১ নং ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সঞ্জয় রায়কে টিএসআর'র ১০ এবং ১২নং ব্যাটালিয়নের যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রথম ব্যাটালিয়ন থেকে অমরজিৎ দেববর্মা'কে সিরিয়ে টিএসআর'র অন্তিম ব্যাটেলিয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সিপাহিজলার এসপি হচ্ছেন রতি রঞ্জন দেবনাথ। কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তীকে পুলিশ সদর দফতরে এআইজি

ক্রাইম হিসেবে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। টিএসআর'র পঞ্চম ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট হচ্ছেন অনন্ত দাস। নবম ব্যাটেলিয়নের দায়িত্ব সামলাবেন রাজীব নাগ। ট্রাফিকের এসপি হিসেবে দায়িত্ব নেবেন রথলুঙ্গা ভার্লং। সুদেশগ ভট্টাচার্যকে এমটিএফ'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সদর দফতর সূত্রে খবর, ১৮ বছরের উপর ধরে আগরতলায় পোস্টিং জুগিয়ে আসছে সূরত চক্রবর্তী। তিনি এতদিন এআইজি (আইন শৃঙ্খলা)র দায়িত্বে ছিলেন। পরোক্ষভাবে তিনি পুলিশের হয়ে মিডিয়া বিভাগটিও পুখতেছেন। এই জায়গায় এখন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতিস্মান দাস চৌধুরীকে। রাজ্য পুলিশে সম্প্রতি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে শেখ কয়েকজন পদোন্নতি পেয়েছেন। তাদের মধ্যে



কয়েকজনই ●এরপর দুইয়ের পাতায়



# আবারও গ্রেফতার আশিস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি। আবারও গ্রেফতার হলেন বিজেপির বরখা্ত বিধায়ক আশিস দাস। শুক্রবার তাকে সার্কিট হাউসের সামনে থেকে আরও এক দফায় তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। এনসিসি থানায় তাকে আটকে রাখা হয়। আশিস এদিন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও আশিসের অভিযোগের নিশানায় তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। আশিসের বক্তব্য, বিধানসভার অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ নন। তিনি বিধায়ক হিসেবে পন্থাগ করেননি। শুধুমাত্র তৃণমূলের পতাকা ধরেছেন। উল্টোদিকে আইপিএফটি বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্ম বিধানসভায় হাজির হয়ে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। ত্রিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যোত দেববর্মাকেও সন্দেহ নিয়েছিলেন। এরপরও বৃষকেতুর বিধায়ক পদ বাতিল করতে পারেননি অধ্যক্ষ। আমাকে ভয় পেয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। এই কারণেই আমাকে বেআইনিভাবে



গ্রেফতার করছে। আমি নিজের জীবনে সবকিছু বিসর্জন দিয়েছি মানুষের জন্য। বিজেপি গোটের আগে ২৯৯টি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। একটিও পালন করেনি। প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে বেসরকারিকরণের উপর সিলমোহর

দিয়ে গেলেন। তথ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নিজের গুরুকে সম্মান করেননি। তিনি একবার তৃণমূলে গিয়েছিলেন। সবসময়ই করেছেন কংগ্রেস। এখন আবার বিজেপির মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন। ব্যক্তিস্বার্থে মন্ত্রিদের লোভে

নিজের গুরুকেই ছাড়েননি। এদিন আশিসের আপোলনের ২২তম দিন ছিল। রাজ্যের ১০০টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়ার বিরোধিতা করে আশিসের আপোলন।

## দেশপ্রেম দিবস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। সারা ভারত ফরোয়ার্ড ব্লক রাজ্য কমিটির তরফে আগামী ২৩ জানুয়ারি স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবসে দেশপ্রেম দিবস পালন করা হবে। এই উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে পাঁচটায় ফরোয়ার্ড ব্লক অফিসে থাকবে কর্মসূচি। এপক্ষে, ৯ জানুয়ারি সকাল ১০টায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের হলঘরে অনুষ্ঠিত হবে বসে আঁকে প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুকদের যথাসময়ে বসের প্রমাণপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

## রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের রাজ্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভা শুক্রবার সচিবালয়ের ১নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মণ। রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে যে সমস্ত কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে তা পঞ্চায়েত দফতরের অধিকর্তা দেবানন্দ রিয়াং সভায় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। তিনি জানান, রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ

অভিযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা, রাজ্যে উপলব্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েতগুলিকে আরও উন্নত করে তোলা, রাজ্যে উপলব্ধ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, নিজস্ব আয়ের উৎস বাড়াতে পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম সভার কাজকে শক্তিশালী করা। পাশাপাশি পঞ্চায়েতগুলির কাছে ক্ষমতা ও দায়িত্ব হস্তান্তর করা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উন্নত সেবা প্রদানের জন্য ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে উন্নত করাও রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য।

পঞ্চায়েত দফতরের অধিকর্তা আরও জানান, সেস্টার্ন এমপাওয়ারড কমিটি রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান প্রকল্পের অধীনে রাজ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার মঞ্জুরি দিয়েছে। কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, পঞ্চায়েত পরিকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম প্রদান, তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি। এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ৬৭৯৪ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাতে ব্যয় হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে পঞ্চায়েত পরিকাঠামো উন্নয়নে ১৫টি নতুন পঞ্চায়েত ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে। প্রতিটি পঞ্চায়েত ভবনের নির্মাণের জন্য ২০ লক্ষ টাকা করে ব্যয় হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কাউন্সিলগুলিতে ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০৮টি কম্পিউটার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ক্রয় করে বিতরণ

আজ রাতের ওষুধের দোকান  
সাহা মেডিসিন সেন্টার  
৯০৮৯৭৬৮৪৫৭

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ** : অহেতুক মাথা গরম করে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবিরে জন্য দিনটি শুভ। বাহ ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। বৃষ : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ।

**মিথুন** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

**কর্কট** : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

**সিংহ** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

**কর্কট** : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

**সিংহ** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

**কন্যা**: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

**তুলা** : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

**মিথুন** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

**কর্কট** : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

**সিংহ** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

**কন্যা**: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

**তুলা** : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

**মিথুন** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় তেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে।

**কর্কট** : স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে।

**সিংহ** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

**কন্যা**: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

**তুলা** : দিনটিতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

## আসছেন না নাড্ডা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। আগামী ১০ জানুয়ারি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার ত্রিপুরায় আসার কথা ছিল। বিজেপি দলের তরফেই আগে এই সংবাদ জানানো হয়েছিল। আগামী ১১ জানুয়ারি বিজেপির প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকে জে পি নাড্ডা উপস্থিত থাকবেন বলেও কথা ছিল। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে জে পি নাড্ডা রাজ্য সফরে আসছেন না। শুধু তাই নয়, প্রদেশ কার্যকারিণী বৈঠকও আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। দলের তরফে প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য বলেছেন, দেশের সর্বত্র করোনার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে ওমিক্রন নিয়েও আতঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রিপুরা সুরক্ষিত আছে এবং যে কোনও বিপন্ন পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৈরি রয়েছে। বিষয়টি খাটো করে দেখার মত নয় বলে মনে করছে বিজেপি প্রদেশ কমিটি। এই পরিস্থিতিতে এদিন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, ত্রিপুরায় আগামী ১৫ দিন পাটির যাবতীয় কার্যক্রম স্থগিত রাখা হবে। সেই মোতাবেক জে পি নাড্ডা যে আসছেন না তাও জানানো হয়েছে দলের তরফে। এদিকে পূর্ণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন বলে প্রচার ছিল। আপাতত সেটিও যে স্থগিত থাকছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

**প্রতিবাদী কলম**  
খবর নয়, ফোন বিস্ফোরণ  
7085917851

## স্টপেজের দাবিতে আন্দোলনে বাম যুব সংগঠন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ জানুয়ারি ।। আগরতলা - শিলার-আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি মনুঘাট রেলস্টেশনে দাঁড়ায় না। এরফলে মনুঘাট থেকে শুরু করে ছান্দু বাবে গোটা লংতরাইভ্যালি মহকুমার মানুষকে এই ট্রেনে যাতায়াত করতে হলে আমবাসা অথবা কুমারঘাট স্টেশনে গিয়ে উঠা-নামা করতে হয়। যা দুদুটি বিধানসভা কেন্দ্র সম্বলিত এই মহকুমার সাধারণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিংকার, ৭ জানুয়ারি।। দু'জনের মধ্যে ভাষাবাসার সম্পর্কের পর নাকি বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর দু'জন এক সাথে পাওয়ার গ্রিডের কোয়ার্টারে বসবাস করেছিলেন। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ঝামেলার কারণে স্বামী স্বামীর কোয়ার্টার ছেড়ে চলে আসেন বাপের বাড়িতে। সেই ঝামেলা মীমাংসা করে পুনরায় স্বামীর সাথে বসবাস করতে চাইছেন স্বামী। কিন্তু সেই ঝামেলা মেটাতে চাইছেন না পাত্রপক্ষ। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কুমারঘাট পাওয়ার গ্রিড কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে লক্ষাঙ্কু বৈধে যায়। মহিলার স্বামী পাওয়ার গ্রিডে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত। এদিন সকালেই মা-বাবা'কে নিয়ে স্বামীর কোয়ার্টারে আসেন তরুণী বধূ। ওই সময় তাদের আসাকে কেন্দ্র করে

কোন ধরনের সমস্যা হয়নি। তবে বিকেল নাগাদ পরিস্থিতি পাল্টে যায়। মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাকে এবং পরিবারের সদস্যদের কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। তারা কারণ হিসেবে কিছু না বললেও কোয়ার্টার ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য অফিস কর্তৃপক্ষ চাপ দিতে থাকে বলে অভিযোগ। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় মহিলার শ্বশুর-শাশুড়ি কোয়ার্টারে থাকলেও তারা একেবারে নীরব ভূমিকা গ্রহণ করেন। কি কারণে অফিস কর্তৃপক্ষ মহিলাকে চলে যেতে বলেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। শেষমেশ বাধ্য হয়ে মহিলা কুমারঘাট থানার দ্বারস্থ হন। থানার ওসি অশিষ দেববর্ম বিষয়টি নিয়ে পাওয়ার গ্রিডের ডিউজের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ সম্ভব

হয়নি। তাই মহিলাকে নিয়ে ওসি নিজেই কোয়ার্টারে আসেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি। বরং দু'পক্ষের হইচই-এ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। যাকে কেন্দ্র করে গোটা ঘটনা অর্থাৎ মহিলার স্বামীকে সকাল থেকে সেখানে দেখা যায়নি। অভিযোগ উঠে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তিনি সরে আছেন। মহিলার অভিযোগ তার স্বামীর আরেকজনের সাথে সম্পর্ক আছে। তাই তিনি প্রথমা স্ত্রীকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চাইছেন না। অথচ তাদের যে বিয়ে হয়েছে তা সবারই নাকি জানা আছে। তা নিয়ে প্রশ্ন দীর্ঘদিন স্বামীর সাথেই ওই কোয়ার্টারে ছিলেন। মহিলার কথা অনুযায়ী তিনি আইনজীবী জখম হতে পারতেন। কোনওভাবে সবারই রক্ষা পেয়েছেন।

## অল্পেতে বাঁচলেন আইনজীবীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। অল্পেতে রক্ষা পেলে আইনজীবীরা। বড়সড় বিপদ ঘটে যেতে পারতো শুক্রবার আদালত চত্বরে। ছাদের আন্তরণ ভেঙে পড়লো আইনজীবীদের সামনেই। এই আন্তরণ মাথায় পড়লে জীবনহানি পর্যন্ত হতে পারতো। শুক্রবার এই ঘটনা ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ৬ এবং ৭ নং রংমের সামনেই। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ছাদের আন্তরণ ভেঙে পড়ে। বহু বছর পুরোনো ত্রিপুরা বারের এই বিল্ডিংটির অবস্থা খারাপ। শুধুমাত্র উপর দিয়ে রং করেই বিল্ডিংটি সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলছেন আইনজীবীরা। এদিন ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক ইন্দু নিজেই পুরোনো বিল্ডিংটির অবস্থা খারাব বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানান, সরকার দ্রুত আইনজীবীদের বসার জন্য বিল্ডিংয়ের দিকে লক্ষ্য করুক।

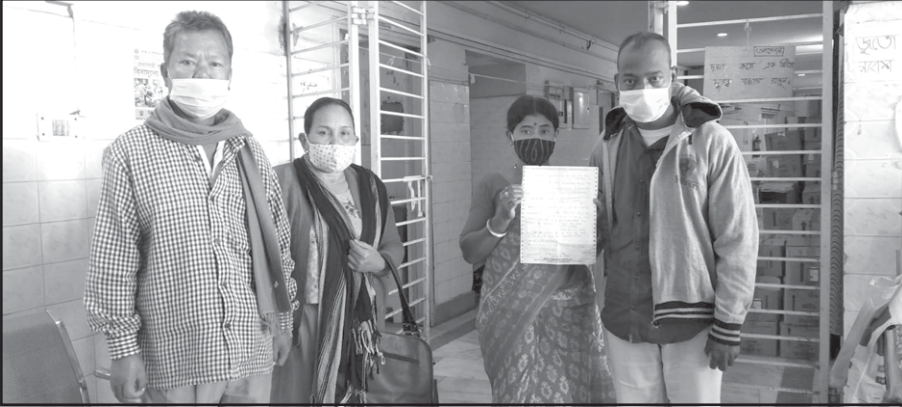
আইনজীবীদের সুরক্ষার জন্য সরকারের কাছে আমরা নতুন বিল্ডিং তুলে দেওয়ার দাবি জানাবো। এদিন আইনজীবীদের বসার রুমের পাশে ছাদের আন্তরণ ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এই পথ ধরে আইনজীবী ছাড়াও মক্কেলরাও প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া

করে। নতুন রং দেখে বার অ্যাসোসিয়েশনের বিল্ডিংয়ের ভগ্নদশা বোঝার উপায় নেই। আইনজীবী অসীম ব্যানার্জি জানিয়েছেন, অন্তত পক্ষে তিনি/চারজন আইনজীবী জখম হতে পারতেন। কোনওভাবে সবারই রক্ষা পেয়েছেন।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৭ জানুয়ারি ।। আগরতলা - শিলার-আগরতলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি মনুঘাট রেলস্টেশনে দাঁড়ায় না। এরফলে মনুঘাট থেকে শুরু করে ছান্দু বাবে গোটা লংতরাইভ্যালি মহকুমার মানুষকে এই ট্রেনে যাতায়াত করতে হলে আমবাসা অথবা কুমারঘাট স্টেশনে গিয়ে উঠা-নামা করতে হয়। যা দুদুটি বিধানসভা কেন্দ্র সম্বলিত এই মহকুমার সাধারণ

## ফের মুখথুবড়ে ডায়ালেসিস পরিষেবা



আত্মীয়পরিজনরা। বেশ কয়েকজন রোগীকে দেখা গেছে যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। রোগীর পরিজনরা প্রশ্ন তুলেন কেন রাজ্যের প্রধান রোগীর হাসপাতালের ডায়ালেসিস পরিষেবা মুখথুবড়ে

পড়ছে? এদিন রোগীর পরিজনরা জানান, মেশিন বিকল হয়ে থাকার কারণে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বলেছেন, ডায়ালেসিস করার প্রয়োজনীয় জল

নেই। সেই কারণেই পরিষেবা বন্ধ হয়ে আছে। প্রতিদিন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীদের ডায়ালেসিসের জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তারপরেও স্বাস্থ্য দফতর কর্তৃপক্ষ ডায়ালেসিস পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে রোগীদের অভিযোগ। একজন রোগীর পরিজন জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছেন মেশিন সারাই করার জন্য লোক আসছে। কিন্তু কখন লোক আসবে, আর কখন মেশিন সারাই হবে তা কিছুই বলা হয়নি। কেউ কেউ ভিন-চার ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করেছেন ডায়ালেসিসের জন্য। এই সময়ে রোগীদের কি ধরনের সমস্যা হয়েছে তা কেবল মাত্র তারাই টের পেয়েছেন।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি বুদ্ধি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৩৯৮ এর উত্তর

		3			4	2	8
2		1	7	9	5		
6	8		4	3			
	9					5	1
				6	8		3
3		4			7	2	
	6		8	2	1	3	
					4		8
5			3	7	6		9











# খেলাধুলা শারীরিক ও মানসিক সার্বিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে



থ্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। খেলাধুলা শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন দায়িত্বশীল সুনাগরিক গঠনে এই বিকাশ খুবই প্রয়োজনীয়। শুক্রবার আমতলির বিবেকনগরস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে একথা বলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার মানিক দাস, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, ত্রিপুরা

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের মুখ্য আধিকারিক প্রশান্ত কুমার দাস ও রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের সম্পাদক স্বামী শুভদ্ররানন্দ মহারাজ প্রমুখ। উল্লেখ্য, এদিনের এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয় ও আইটিআই-র

ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে আলোচনাকালে ক্রীড়ামন্ত্রী মাঠে উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনে সবাই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। কিন্তু এর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। পরবর্তীতে আমরা যে পেশার সাথেই যুক্ত হই না কেন, সেই পেশা, দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের নিষ্ঠাবান থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নেশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। নেশা ও সুস্থ সমাজ একসঙ্গে চলতে পারে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে ক্রীড়ামন্ত্রী এক জোট হয়ে নেশার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার বলেন, যে কোনও ধরনের খেলাধুলাই মানুষের মনে নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগের

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## জয় দিয়ে শুরু করলো মহাত্মা গান্ধী পিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : মহিলা ফুটবল লিগে জয় দিয়ে শুরু করলো মহাত্মা গান্ধী পিসি। অন্যদিকে, ছেলেদের মতোই খারাপ অবস্থা মেয়েদের ফুটবল দলের। যাদের এক সময় সমীহ করতো সমস্ত দল তারাই এখন ঝুঁকছে। গত দুই বছর



ধরে করনো পরিস্থিতিতে রাজ্যের অনেক ক্ষতি হয়েছে। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্পোর্টস স্কুল। একটি দামালি হাওয়া এসে যেন লন্ডভন্ড করে দিয়েছে একটি সাজানো বাগান। দ্বিতীয় ডিভিশনে স্পোর্টস স্কুলের ছেলেরা অতি সাধারণ মানের ফুটবল খেলেছে। এদিন মেয়েদের লিগেও পরাজয় দিয়ে শুরু করলো স্পোর্টস স্কুলের মেয়েরা। স্পোর্টস স্কুলের বেশ কয়েকজন প্রাক্তনি এই বছর মহাত্মা গান্ধী প্লে সেন্টারের হয়ে খেলেছে। ফলে দলটি খুব খারাপ নয়। কিন্তু সারা বছর অনুশীলনের মধ্যে থাকা স্পোর্টস স্কুলের খেলার মধ্যে যে বাধিনি দেখা যেত সেটাই এবার অনুপস্থিত। কি ছেলে কি মেয়ে প্রত্যেকের খেলার মধ্যে একটা ছন্নছাড়া ভাব। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মহিলা ফুটবল লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে মহাত্মা গান্ধী ২-১ গোলে হারালো স্পোর্টস স্কুলকে। ম্যাচের ৯ মিনিটে পঞ্চমী দেবনাথ মহাত্মা গান্ধী পিসি-কে এগিয়ে দেয়। ১৭ মিনিটে দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলাটি করে পঞ্চমী দেবনাথ। দ্বিতীয়ার্ধে স্পোর্টস স্কুল

●এরপর দুইয়ের পাভায়

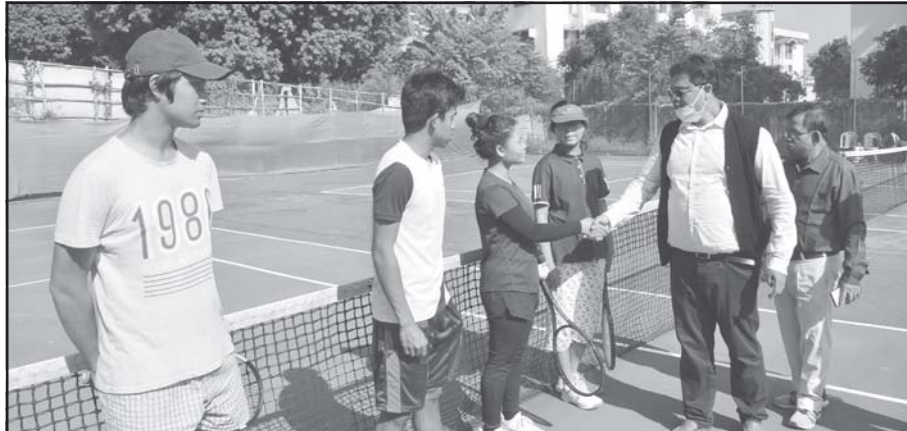
## ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শেষ!

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : ২০২০-২১ মরশুমের অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের অসমাপ্ত ফাইনাল দিয়ে ২০২১-২২ মরশুম শুরু হয়েছিল। এর পর মহিলাদের একটি আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতা এবং সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট সম্পন্ন হয়েছে। যার ফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার। এতদ্বারা ক্রিকেটপ্রেমীরা ধরে নিয়েছে যে, ২০২১-২২ মরশুমের উপরও যবনিকা পড়লো। করনো ভাইরাস ফের তার খেলা কোম্পাণ্ডিত শুরু করেছে। পুরো শক্তি নিয়ে হাজির। টিসিএও সম্ভবত এরই অপেক্ষায় ছিল। কারণ শুরু থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেটের ব্যাপারে তীব্র অনীহা দেখা গেছে। একটা সময় ডিসেম্বর মাসে ঘরোয়া ক্রিকেট শুরু হতো। মাঝ বা এপ্রিল মাসে শেষ হতো। আর এখন কোনক্রমে দুইটি প্রতিযোগিতা করেই দায়িত্ব খালস করছে টিসিএ। করনো অবশ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর।

২০২০-এ সম্ভব না হলেও এই বছর সেপ্টেম্বর মাসে ক্লাবগুলির দলবদল অনুষ্ঠিত করার মতো পরিস্থিতি ছিল। সেপ্টেম্বর না হলেও অক্টোবর বা নভেম্বরে দলবদল করা যেতো। এই সময় দলবদল হলে সুপার ডিভিশন এবং ‘এ’ ডিভিশন ডিসেম্বর মাসেই সম্পন্ন করা সম্ভব হতো। পাশাপাশি রাজ্য ভুড়ে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক ক্রিকেটগুলিও এই বছর সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু টিসিএ-র এক অফিস অর্ডার সব কিছুকে উল্টো পথে চালিত করে। এখানে কেন খেলা শুরু হয়নি তা নিয়ে টিসিএ-কে অন্তত প্রশ্ন করা যেতো। এখন আরও প্রশ্নও করা যাবে না। টিসিএ-র মাথার উপর বড় ছাতা ধরে রেখেছে করনো। পরিস্থিতি আরও একবার সব কিছু স্তব্ধ করে দেওয়ার পথেই দেখাচ্ছে। এক আত্মীয়ন সদস্য বলেছেন, এটাই তো চাইছিল টিসিএ। সদর সহ বিভিন্ন মহকুমার ক্রিকেট দুই বছর ধরে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে চলছে। সময়-সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও এবার টিসিএ ক্রিকেটের পরিবেশ আভাবিক করার চেষ্টা করেনি। সভাপতি এবং যুগ্মসচিব শুধুমাত্র মাঠ পরিদর্শন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের বুলি

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## শুরু হলো রাজ্যভিত্তিক টেনিস



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : ২৫-তম রাজ্যভিত্তিক টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু হলো শুক্রবার। এদিন পুরুষদের প্রথম রাউন্ডের সব খেলা শেষ হয়েছে। বাছাই খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই পরবর্তী রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে। ডিকি দেববর্মা ৭-৫ সেটে প্রণয় দেবরায়-কে, তরুণ কাপুর ৭-৫

সেটে সুভাষ কারওয়া-কে, কৃষ্ণ দেববর্মা ৬-০ সেটে প্রতিম সিংহ-কে, অমিত রিয়াং ৬-২ সেটে দেববর্মা ৬-৩ সেটে প্রনিল ঘোষ-কে হারায়। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে পুরুষদের সিঙ্গেলস এবং ডাবলস-র পাশাপাশি মহিলাদের সিঙ্গেলস-র খেলা শুরু হবে।

সেটে সুভাষ কারওয়া-কে, কৃষ্ণ দেববর্মা ৬-০ সেটে প্রতিম সিংহ-কে, অমিত রিয়াং ৬-২ সেটে দেববর্মা ৬-৩ সেটে প্রনিল ঘোষ-কে হারায়। আগামীকাল সকাল আটটা থেকে পুরুষদের সিঙ্গেলস এবং ডাবলস-র পাশাপাশি মহিলাদের সিঙ্গেলস-র খেলা শুরু হবে।

# শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক আন্তঃ ক্লাব ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : গত বছর এক প্রকার বিনা প্রস্তুতিতেই টিএফএ-র তৎকালীন কমিটির কতিপয় কর্তার অতিমাত্রায় উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফুটবল। একদিকে বৈশিষ্ট্য খরচাপাতি তো অন্যদিকে আয়ের চেয়ে খরচের পরিমাণ কয়েক লক্ষ টাকা বেশি। এছাড়া মহকুমাগুলিতে তেমন কোন প্রস্তুতি এবং মহকুমাগুলিকে প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ না দেওয়ার এই শশধর স্মৃতি ক্লাব ফুটবল এক প্রকার ফ্লপ হয়েছিল বলা চলে। আগরতলার হাতে-গোনা কয়েকটি ক্লাব এই ফুটবলে অংশ নিয়েছিল। জানা গেছে, স্পনসর যিনি ছিলেন তিনি যে টাকা দিয়েছেন তার প্রায় দ্বিগুণ

টাকা নাকি খরচ হয়েছে। যদিও কয়েক লক্ষ টাকা খরচের পরও টুর্নামেন্ট কিন্তু ফ্লপ। তবে মনে হয়েছিল, এই বছর টিএফএ হয়তো সময় মতো আগাম প্রস্তুতি নিয়ে শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক ক্লাব ফুটবল করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত টিএফএ-র কোন উদ্যোগ বা তৎপরতা নেই। জানা গেছে, শশধর স্মৃতি ফুটবলের যিনি স্পনসর তিনি নাকি এখনও টিএফএ-কে কোন আর্থিক সাহায্য দেয়নি। এছাড়া গত বছর আয়ের চেয়ে ব্যয় কয়েক লক্ষ টাকা বেশি হওয়ার টিএফএ-র অনেক সদস্য নাকি প্রশ্ন তুলেছিলেন এভাবে টিএফএ-র টাকা খরচ নিয়ে। তখন নাকি কথা হয়েছিল যে, স্পনসর টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি না করলে টিএফএ নিজের টাকা খরচে শশধর স্মৃতি

ফুটবলের আয়োজন করবে না। এছাড়া বাজেট অনুযায়ী টাকা পেলেই নাকি হবে শশধর স্মৃতি রাজ্য ফুটবল। তবে ঘটনা হচ্ছে, এই বছর আদৌ শশধর স্মৃতি আন্তঃ ক্লাব রাজ্যভিত্তিক ফুটবল হবে কি না তা নিয়ে কিন্তু টিএফএ-র কোন বক্তব্য নেই। এছাড়া এখনও মহকুমাতে কোন ফুটবল শুরু হয়নি। পাশাপাশি আগরতলা লিগ শেষ হয়ে গেলে কোন বড় ক্লাবের পক্ষেই দল ধরে রাখা সম্ভব নয়। ফলে শশধর স্মৃতি ক্লাব ফুটবল দেরিতে হলে আগরতলার কোন বড় ক্লাব খেলবে বলে মনে হয় না। ফলে এই বছর (২০২১-২২) টিএফএ-র উদ্যোগে আদৌ শশধর স্মৃতি রাজ্যভিত্তিক ক্লাব ফুটবল হবে কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, এখনও স্পনসর থেকে যখন

টাকা দেওয়া হয়নি তখন টিএফএ-ও নাকি ততটা উৎসাহী নয়। তবে ঘটনা হলো, এই মরশুমে (২০২১-২২) কি আদৌ টিএফএ-র উদ্যোগে শশধর স্মৃতি আন্তঃ ক্লাব রাজ্যভিত্তিক ফুটবল হবে? পাশাপাশি প্রশ্ন হচ্ছে, হলে কি হবে? এছাড়া এই বছরও কি ক্লাবভিত্তিক (সিনিয়র) ফুটবল হবে না অন্য কিছু হবে? একটা সময় আলোচনা ছিল যে, রাজ্যভিত্তিক ক্লাব ফুটবল না করে রাজ্যভিত্তিক জেলা ফুটবল হবে। অর্থাৎ মহকুমা খেলবে জেলা আসরে। জেলা আসর থেকে চ্যাম্পিয়ন মহকুমা জেলার হয়ে রাজ্য আসরে খেলবে। তবে আপাতত কিন্তু শশধর স্মৃতি ফুটবল নিয়ে কোন উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। আর এতে করে এই বছর শশধর স্মৃতি ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে খোদ ফুটবল মহলেই প্রশ্ন উঠছে।

## শক্তি বৃদ্ধি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : রাখাল শিশু ফাইনালের আগে দলের শক্তি বৃদ্ধি করলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। আগামী ৯ জানুয়ারি উমাকান্ত মাঠে ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ এগিয়ে চল সংঘ। আন্তঃ রাজ্য ছাড়পত্রের মাধ্যমে অ্যাস্তো রশিত সাগাইয়ারাজ-কে আনলো ফরোয়ার্ড ক্লাব। গত বছর কলকাতার ভবানীপুর এফসি-র হয়ে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছে। এছাড়া কোরালার এই ফুটবলারটি বেশ কয়েক বছর আই লিগেও খেলেছে। সেমিফাইনালের পরই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে, ফরোয়ার্ড ক্লাব তাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। রাখাল শিন্ধের প্রথম দুই ম্যাচে তাদের মাঝমাঠে কিছুটা দুর্বলতা দেখা দিয়েছে। মূলতঃ মাঝমাঠকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই সাগাইয়ারাজ-কে আনা হয়েছে। ভিক্টর এবং ভিলাল চিসানো দুই অক্রমণভাগে ফুটবলারের সাথে সাগাইয়ারাজ-র কম্বিনেশন ক্লিক করলে এগিয়ে চল সংঘের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হবে। আগামীকাল দলের হয়ে অনুশীলনে নামবে কোরালার এই ফুটবলারটি। মাঝমাঠে গেমমেকারের ভূমিকা পালন করতে পারে সাগাইয়ারাজ। পাশাপাশি দূরপাল্লার শটে গোল করতে সক্ষম। সবচেয়ে বড় কথা হলো, দুইটি উইং-কে সচল রাখার বড় পাস খেলতে পারে। যদি পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারে তবে এই ফুটবলারটি ফরোয়ার্ড ক্লাবের সম্পদ হবে।

## শিবিরের পেছনেই বিশাল অর্থ ব্যয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : প্রতিযোগিতা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ না থাকলেও বিভিন্ন ধরনের শিবির নিয়ে টিসিএ-র বিশাল আগ্রহ জনমনে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। করনো পরিস্থিতি যদি ঘরোয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রতিবন্ধক হয় তবে গত তিন মাস ধরে এতগুলি শিবির কি করে অনুষ্ঠিত হলো। এই প্রশ্ন উঠেছে। অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি নিয়ে শুরু থেকেই একটা অনিশ্চয়তা ছিল। অন্যান্য প্রতিযোগিতাগুলি নিয়ে বিসিসিআই সবুজ সংকেত দিলেও বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি নিয়ে কখনই কোন ঘোষণা দেয়নি তারা। তার পরও বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটারকে নিয়ে মাসের পর মাস শিবির হলো। পরবর্তী সময়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির দিক্ষণ ঘোষণা করেছিল বোর্ড। তবে এই ঘোষণার আগেই কেন শিবিরের নাম লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হলো। শুধু তাই নয়, কোন একটি শিবির চললো দুই সপ্তাহ। এর পর নির্বাতি ক্রিকেটাররা বাইরে খেলতে চলে গিয়েছে। তখন সাত-আটজন ক্রিকেটারকে নিয়ে ফের বিশেষ ফিটনেস ক্যাম্প শুরু করা হয়েছে।

## দুর্দান্ত রক্ষণ মুম্বইয়ের থেকে পয়েন্ট মালিক ইস্টবেঙ্গল

পানাজি, ৭ জানুয়ারি।। দুরন্ত লাল হলুদ রক্ষণ। শুক্রবার তিলক ময়দানে গোলশূন্যভাবে শেষ হল ইস্টবেঙ্গল-মুম্বই দ্বিটি ম্যাচ। ১০ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের তলানিতেই রইল মশালবাহিনী। অন্যদিকে ড্রয়ের ফলে সমসংখ্যক ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট সংগ্রহ করে টেবিলের মগডালে মুম্বই। তবে এদিন স্কোরলাইন দিয়ে ম্যাচের মূল্যায়ন করা যাবে না। দশ ম্যাচের শেষেও জয় এল না ঠিকই, কিন্তু এদিন মন জয় করে নিল রেনেডির দল। বিপজ্জনক মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৯০ মিনিট লড়াই চালিয়ে যায় লাল হলুদের যোদ্ধারা। এখনও পর্যন্ত মরশুমের সেরা ম্যাচটা খেলে ফেললো ইস্টবেঙ্গল। মানোলোর বিদায়ে বদলে গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। রেনেডির দল অনেক বেশি আগ্রাসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিশেষ করে প্রশংসা করতে হবে রক্ষণ সংগঠনের। বিপক্ষে আন্দুরো, জাঙ্, ক্যাসিওদের মতো গোলা-বারদ ধাকা সত্ত্বেও নব্বই মিনিটের শেষে স্কোরলাইন গোলেশূন্য। এর জন্য রক্ষণকে কৃতিত্ব দিতেই হবে। বিশেষ করে হীরা মণ্ডল, সৌরভ দাস এবং আদিল খানকে। লাল হলুদ ব্যাকলাইনের জর্জহিশিট

●এরপর দুইয়ের পাভায়

# দেবজ্যোতি-র দাপটে চ্যাম্পিয়ন এনএসআরসিসি



প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : দেবজ্যোতি পালের দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে এনএসআরসিসি। প্রাথমিক পর্ব থেকে শুরু করে সুপার সিঙ্গ পর্যন্ত অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো ছুটছিল চ্যাম্পামুড়া। একদিন আগেই সুপার সিঙ্গ-র ম্যাচে হারিয়ে দেয় এনএসআরসিসি। সেই চ্যাম্পামুড়া ফাইনালে এসে বিধ্বস্ত হলো এনএসআরসিসি-র কাছেই। যে ব্যাটিং শক্তির উপর নির্ভর করে ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছেছে সেই ব্যাটিং-ই এদিন চ্যাম্পামুড়াকে ডুবিয়ে দিলো। সাগর সূত্রধর, বিশাল শীল, অর্কজিং সাহা-রা আগের ম্যাচগুলিতে শতরানের ফোয়ারা

ছুটিয়েছে। কিন্তু মোক্ষম সময়ে তাদের ব্যাট থেকে রান হারিয়ে গেলো। এনএসআরসিসি-র বোলারদের দুরন্ত বোলিং-র সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে গেলো চ্যাম্পামুড়ার ব্যাটসম্যানরা। এদিন এমবিবি স্টেডিয়ামে এনএসআরসিসি-র ব্যাটিংও খুব একটা ভালো হয়নি। বলা যায়, দুই দলের বোলাররাই এদিন এমবিবি-র ২২ গজে দাপট দেখালো। তবে ম্যাচের আগে ফেভারিট ছিল চ্যাম্পামুড়া। যদিও তার মর্বাদা দেখাতে পারলো না তারা। আসল সময়েই দলের ক্রিকেটাররা ফ্লপ করলো। প্রথমে ব্যাট করতে গেলে এনএসআরসিসি ৩৫.৫ ওভারে সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৩৫ রান করে। ওপেনার মহম্মদ মহিম

চৌধুরী ১ রানে বিদায় নিলেও অপর ওপেনার শঙ্কীল সেনগুপ্ত ২০ রান করে। আগের ম্যাচে চ্যাম্পামুড়ার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক শতরানকারী বেদন্ত ভট্টাচার্য এদিন ৩৭ বলে ৪৫ রানের একটি ঝাড়ো ইনিংস খেললো। এছাড়া দেবজ্যোতি পাল করে ২২ রান। ১৯ রান করে সুরজিং দেববর্মা। চ্যাম্পামুড়ার হয়ে বিশাল শীল ৩টি এবং অতনু রায় ২টি উইকেট নেয়। আগের ম্যাচগুলিতে চ্যাম্পামুড়ার ব্যাটিং-এ যে গভীরতা দেখা গিয়েছিল তাতে এই রান করাটা তাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু এনএসআরসিসি-র বোলাররাও এদিন ছেড়ে কথা বলেনি। চ্যাম্পামুড়ার

●এরপর দুইয়ের পাভায়

## খেলার মাঠকে রক্ষার আর্জি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : উমাকান্ত স্কুলের সামনের মাঠে বিকাল হলেই একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়। পূর্ব দিকের অংশে হ্যান্ডবল এবং ভলিবল কোর্ট ছাড়াও একটি উন্মুক্ত জিম রয়েছে। সম্প্রতি এখানে প্রশিক্ষণ শিবিরের কোর্টগুলি। হ্যান্ডবল বা ভলিবল কোর্টগুলি এখনও কোনভাবে টিকে আছে। তবে মানুষের নিত্য আনানোয়ার ফলে কোর্টগুলি তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলেছে বলে অভিযোগ করেছে ক্রীড়াপ্রেমীরা। শহরে খেলাধুলার জন্য মাঠ এমনটিতেই সীমিত। উমাকান্ত স্কুলের সামনের বিশাল আশে একাধিক প্রশিক্ষণ শিবির চলে বছরভর। অথচ দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো, সমস্ত ধরনের আঘাত সহ্য করতে হয় এই মাঠকে। পূর্বদিকে কয়েকমাস আগে চালু হয়েছে একটি উন্মুক্ত জিম। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ এখানে শরীরচর্চা করতে আসে। এটাই ছিল মুখামুখি নিগ্রক কুমার দেব-র স্বপ্ন। কিন্তু তার স্বপ্নও এখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। জিম-এ যাওয়ার রাস্তায় এখন স্টল নির্মাণের ফলে বন্ধ হয়ে গেছে।

## টিসিএ-র ক্যাম্প ক্যাম্প খেলা শেষ

# ২২ গজে ক্লাব ক্রিকেট শুরু করার দাবি উঠলো

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি : আপাতত টিসিএ-র কোন মাঠে কোন ক্রিকেট নেই। সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপাতত টিসিএ-র আগরতলাকে কেন্দ্রীক ক্রিকেটে যবনিকা পড়লো। সামনে যেহেতু কোল জাতীয় ক্রিকেটও নেই তাই আপাতত টিসি-র ক্যাম্প ক্রিকেট খেলাও হয়তো আপাতত হাওয়া নেই। অর্থাৎ এখন এমবিবি স্টেডিয়াম, পুলিশ অ্যাকাডেমি মাঠ সহ টিসিএ-র হাতে থাকা মাঠগুলি ফাঁকা বা খালি। এখন কিন্তু টিসিএ-র সামনে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করতে হবে। ডিসেম্বর মাসে হবে দলবদল। পুরভোটের কাজ শেষ হলে টিসিএ সভাপতিও নাকি ক্রিকেটে সময় দেবেন। কিন্তু পুরভোটের দেড় মাস প্রায় অতিব্রূত। কিন্তু টিসিএ-র সভাপতির নাকি সময়ই হচ্ছে না ১৪টি ক্রিকেট ক্লাবকে নিয়ে বসা। ক্রিকেটে কাজ করবেন বলেই নাকি টিসিএ সভা ক্রীড়া পর্যদ ছেড়ে টিসিএ-তে এসেছেন। কিন্তু ২৮ মাসে ক্রিকেটকে

নিয়ে কোন মহলেই কোন উদ্যোগ নেই। এনিয় আগরতলা ক্লাব ফোরামের ভূমিকায় হতশ্র ক্রিকেট ক্লাবগুলি। এই শীতে টিএফএ যখন চুটিয়ে উমাকান্ত মাঠে আগরতলা ক্লাব ফুটবলের সিরিজ আয়োজন করে চলছে তখন টিসিএ ক্লাব ক্রিকেটে যেন শীতে বরফ চাপা দিয়ে রেখেছে। তবে আগরতলার ১৪টি ক্রিকেট ক্লাব আজ রাজনীতির চাপে এতটাই অসহায় যে, ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে সামান্য কথা বলার মতো নাকি সাহস পাচ্ছে না। একটা সময় নাকি আলোচনা ছিল যে, পুরভোট শেষ হলেই টিসিএ-র তরফে ক্লাব ক্রিকেটের উদ্যোগ নেওয়া হবে। ডিসেম্বর মাসে হবে দলবদল। পুরভোটের কাজ শেষ হলে টিসিএ সভাপতিও নাকি ক্রিকেটে সময় দেবেন। কিন্তু পুরভোটের দেড় মাস প্রায় অতিব্রূত। কিন্তু টিসিএ-র সভাপতির নাকি সময়ই হচ্ছে না ১৪টি ক্রিকেট ক্লাবকে নিয়ে বসা। ক্রিকেটে কাজ করবেন বলেই নাকি টিসিএ সভা ক্রীড়া পর্যদ ছেড়ে টিসিএ-তে এসেছেন। কিন্তু ২৮ মাসে ক্রিকেটকে

ঠেলতে ঠেলতে নাকি জলে ফেলে দিচ্ছে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি। টিএফএ যখন ঘন শীতেও উমাকান্ত মাঠে ঘরোয়া ক্লাব ফুটবলের একের পর এক আসর শেষ করে নিচ্ছে তখন কিনা ২৮ মাসেও টিসিএ-র ক্ষমতা হয়নি আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা। শোনা যাচ্ছে, ১৪টি ক্রিকেট ক্লাব নাকি আগামী সেপ্টেম্বর মাসের জন্য তৈরি হচ্ছে। কেননা বর্তমান কমিটি যে ক্রিকেটকে শেষ করে দিচ্ছে তা যখন পরিষ্কার তখন নতুন কমিটির অপেক্ষা ছাড়া রাস্তা তো নেই। কয়েকটি ক্লাব নাকি চাইছে, ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট নিয়ে আগরতলা পুর নিগমের নতুন মেয়র দীপক মজুমদার-র সাথে কথা বলতে। কেননা মেয়র নাকি ক্রিকেটে সময় দেবেন। কিন্তু পুরভোটের দেড় মাস প্রায় অতিব্রূত। কিন্তু টিসিএ-র সভাপতির নাকি সময়ই হচ্ছে না ১৪টি ক্রিকেট ক্লাবকে নিয়ে বসা। ক্রিকেটে কাজ করবেন বলেই নাকি টিসিএ সভা ক্রীড়া পর্যদ ছেড়ে টিসিএ-তে এসেছেন। কিন্তু ২৮ মাসে ক্রিকেটকে



📞 9436940366

**বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সস্তার**

# BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

## সহস্রাধিক মানুষের চোখের জলে মুজিবরের বিদায়

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ জানুয়ারি।। প্রাক্তন মন্ত্রী হলেও চোখের জলের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানেন সোনামুড়ার হাজার হাজার মানুষ। অবশ্যই তাদের সাথে শেষ যাত্রায় शामिल হন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারাও। বিশেষ করে বামফ্রন্টের দুই বিধায়ক সহিদ চৌধুরী এবং শ্যামল চক্রবর্তী দীর্ঘ সময় প্রয়াত মুজিবর ইসলাম মজুমদারের শেষকৃত্যে উপস্থিত ছিলেন।

সোনামুড়ার দুর্গাপুরস্থিত বাড়িতে বাবা-মায়ের কবরের সাথেই কবরস্থ করা হয় প্রয়াত তৃণমূল নেতাকে। এদিন আগরতলা থেকে সোনামুড়া তৃণমূল কার্যালয়ে প্রথমে দলীয়

### বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে

### ভস্মীভূত দোকান

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ জানুয়ারি।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি মিস্ত্রি দোকান। ঘটনা শুক্রবার সাতসকালে বিলোনিয়া চিত্তামারা অফিসটিলা সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, এদিন সকালে অফিসটিলা বাজারে অনিল পালের মিস্ত্রি দোকানে অসতর্কতাবশত আগুন লেগে যায়। আগুনের লেলিহান শিখায় সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায় তার মিস্ত্রি দোকানটি। মিস্ত্রি দোকানের পাশেই বিশ্বজিৎ মজুমদারের মন্দির দোকানও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজারে উপস্থিত ব্যবসায়ীরা সাথে সাথে বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দফতরকে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে যায় অগ্নি নির্বাপক দফতরের গাড়ি। বাজারে পৌঁছতে দেরি হয়েছে এই প্রতিবাদ জানিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে এক শ্রেণির উচ্ছৃঙ্খল জনতা। যদিও সাথে সাথে বাজারের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

**Flat Booking**

Ramnagar Road  
No. 4. Opposite  
Sporting Club. 2  
BHK, 3 BHK Flat  
booking চলছে।  
**Mob - 8416082015**

**লোক চাই**

শহরে একটি পার্লারের জন্য কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন।  
— যোগাযোগঃ —  
**Mob - 6009967629**  
**7005282057**

**লোক চাই**

Restaurants-এর জন্য Computer জ্ঞান Ac-countant / Manager চাই ও Cook Helper চাই।  
— যোগাযোগঃ —  
**Mob - 9863073572**  
**7005859590**



নেতা-কমীরা প্রয়াত নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান। সেখান থেকে শবদেহ প্রয়াতের দুর্গাপুরস্থিত বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। শোক মিছিলে शामिल হন বামফ্রন্টের দুই বিধায়ক, কংগ্রেস নেতা বিপ্লব মিয়া, বিজেপি'র সংখ্যালঘু মোর্চার প্রদেশ সভাপতি শাহপরান উদ্দিন, তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা। হাজার হাজার মানুষ

এদিন মুজিবর ইসলাম মজুমদারের শেষ বিদায়ের নামাজে অংশ নেন। বাম নেতা থেকে শুরু করে সবাই কথা বলতে গিয়ে বারবার জানিয়েছেন মুজিবর ইসলাম মজুমদার ছিলেন অমায়িক প্রকৃতির মানুষ। পাশাপাশি তারা রাজ্যের পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কারণ, গত ২৮ আগস্ট আগরতলায় মিলনচক্রস্থিত নিজ

বাড়িতে দুর্ভুক্তি হামলার শিকার হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা। এরপর থেকেই তিনি লাগাতার চিকিৎসা করিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়েছে। আজীবন সোনামুড়ার বাম বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিত মুজিবর ইসলাম মজুমদারের পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায়

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

## প্রতিবেশীদের মারপিটে আহত গর্ভবতী মহিলা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জানুয়ারি।। দুই প্রতিবেশীর মারপিটে আক্রান্ত হয়েছেন একজন গর্ভবতী মহিলা। ঘটনা চড়িলাম ব্লকের অন্তর্গত আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এলাকায়। আক্রান্ত বধুর স্বামী পেশায় টাইলস মিস্ত্রি। কাজের তাগিদে প্রতিদিন সকালেই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তাদের প্রতিবেশী সৃজিত বিশ্বাস এবং মিহির মন্ডলের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। দু'জনের মধ্যে একটা সময় মারপিটও হয়। পরবর্তী সময় মিহির মন্ডলের ছেলে মহেশ মন্ডল এবং তার পরিবারের সদস্যরা মিলে সৃজিত বিশ্বাসের বাড়িতে চড়াও হয়। সৃজিতের স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা চিংকার করতই প্রতিবেশীরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। মিহির মন্ডলের

পরিবারের সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হন সৃজিত এবং তার স্ত্রী। তারা নিজেদের রক্ষা করতে প্রতিবেশীর বাড়িতে এসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। তখনই বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিলেন টাইলস মিস্ত্রির গর্ভবতী স্ত্রী। চার মাসের অন্তঃসত্ত্বা ওই মহিলা সামনে এসে পড়ায় আক্রমণকারীদের হাতে তিনি আহত হন। অভিযোগ, মিহির মন্ডলের স্ত্রী এবং পরিবারের সদস্যরা অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। এতে মহিলার শরীরে আঘাত লাগে। তাকে পরবর্তী সময় বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে তাকে আগরতলার আইজিএম

হাসপাতালে রেফার করা হয়। পরবর্তী সময় আগরতলায় এনে গর্ভবতী মহিলার চিকিৎসা করান তার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি গ্রামের মাতব্বরদেরও জানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিষয়টি নিয়ে কেউই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আক্রান্ত বধুর স্বামী এখন ঘটনার বিচার চাইছেন। তার প্রপ্ন, প্রতিবেশীর নিজেদের কাড়ায় কোন তার পরিবারের সদস্যদের উপর আক্রমণ করেছে?

### Affidavit

I Sri Sajal Kanti Dey, S/o Lt. Pran Kumar Dey, 1 No Fulkumari, Udaipur, my some documents my name has been recorded as Sajal Dey, Affidavit as the Notary Court dt. 24.12. 2021 is known Sajal Dey & Sajal Kanti Dey are the same person.

**FREE FREE FREE**

TPSC পরিচালিত LD Assistant Cum Typist পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে ভর্তি চলছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা গ্রামার সহ English -এর Exam concept বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। Limited time offer.

— যোগাযোগঃ —  
**Ask - 9862231641**  
**9089101390**

### বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একাত্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

## বৃদ্ধার সাথে পাশবিকতা ঘিরে প্রশ্ন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ জানুয়ারি।। সকালে ৫৫ বছরের মহিলা থানায় এসে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ করেন। আর সন্ধ্যায় এলাকার নারী-নেত্রী থেকে শুরু করে এক ঝাঁক রাষ্ট্রবাদীরা থানায় এসে দাবি করেন বৃদ্ধার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। হয়তো সেই কারণে রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ কোনো মামলা দায়ের করেনি। সরাসরি কিছু না বললেও পুলিশ বোঝাতে চেয়েছে বৃদ্ধার কথায় অবসংগততা আছে। পাশাপাশি এও প্রশ্ন উঠছে পুলিশ তদন্ত ছাড়াই কিভাবে বলছে বৃদ্ধার কথায় অসংগততা আছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখন বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এলাকাবাসীর মধ্যে। বিশালগড় মহকুমার ওই মহিলা শুক্রবার সকালে মহিলা থানায় এসে অভিযোগ করেন

এক ব্যক্তি তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওই ব্যক্তি ঘরে ঢুকে তার মুখ চেপে ধরে বলে অভিযোগ। সেই কারণেই নাকি তিনি ঘটনার সময় চিংকার করতে পারেননি। মহিলা থানায় আসার পর মহিলাকে সেখানে বসিয়ে রেখে পুলিশ অভিযুক্তের বাড়িতে ছুটে আসে। কিন্তু শ্রীবাসকে খুঁজে না পেয়ে তারা খালি হাতেই থানায় ফিরে আসেন। পরে মহিলা থানার পুলিশ অভিযোগকারী মহিলাকে টানা

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

## ভিজিটিং লেকচারারদের টিউশন বাণিজ্য

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। বিভিন্ন পলিটেকনিকে কর্মরত ভিজিটিং লেকচারারদের একাংশ টিউশন বাণিজ্যে পড়ুয়াদের পকেট কাটছে। তাদের কাছ থেকে প্রাইভেট টিউশন না নিলে পরীক্ষায় ফেল করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ উঠল প্রাক্তন মন্ত্রী তনয় অরুণাভ'র বিরুদ্ধে। নেতাজি চৌমুহনি এলাকায় অরুণাভ তার ঋণবর্জিতে টিউশন করছেন বলে জানা গেছে। পড়ুয়াদের তরফে অভিযোগ, রাজ্যের সরকারি টেকনোলজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের টিউশনে বাধ্য করছে অরুণাভ। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পলিটেকনিকের ভিজিটিং লেকচারারদের একটা অংশ অফিস লেনে কোচিং সেন্টার খুলেছে। যার

রাজ্য সরকারের এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, তারা যদি তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিজিটিং লেকচারারদের কাছ থেকে টিউশন গ্রহণ না করেন তাহলে তাদের পরীক্ষার নম্বরে ফেল করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এমনই অভিযোগ তুলে বিভিন্ন পলিটেকনিকের তরফে পড়ুয়ারা মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইতিপূর্বে বিষয়টি পলিটেকনিক ও টেকনোলজি ইনস্টিটিউট প্রধানদের কাছেও তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্যের স্বপ্নের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলো বিগত বারমাসের সময় যাত্রা শুরু করেছিল। এ সরকারের সময়ে তার বিকাশের কথা থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলোর একাংশের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। শুধু

তাই নয়, এসব প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ফ্যাকাল্টি কিংবা অধ্যাপক না থাকায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর তাতে করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিজিটিং লেকচারারদের একাংশ যেমন দাপট খাটিচ্ছে, আবার টিউশন বাণিজ্যেও তারা সিদ্ধান্ত। রাজ্যে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রিপন, অরুণাভ, প্রণয়দের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের হুমকি দিয়ে টিউশন বাণিজ্যে शामिल করার অভিযোগ উঠেছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তেমন কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। যা নিয়ে কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। উপর মহলের হাত থাকায় তাদের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা নেই। গোটা বিষয়টি নিয়ে কোনও কোনও মহল প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে, এ ধরনের পরিস্থিতি এখনই মোকাবিলা না করলে আগামী দিনে আরও ভয়াবহ রূপ নেবে।

## পুরনিগমের দ্বিচারিতা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। শহর জুড়েই এখন নো-পার্কিং জোন-এর ছড়াছড়ি। রাস্তার পাশে বাইক কিংবা গাড়ি দেখে দোকানে, অফিসে কিংবা ব্যাঙ্কে গেলেই পুলিশের কড়া লেগে যায় চাকায়। এরপর জরিমানা ভরিতব্য। ফুটপাথে দোকান খুলে চা কিংবা রগটি সবজি বিক্রির স্টলগুলোকে সম্প্রতি আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় পুরসভার টাস্ক ফোর্স। কারণ ফুটপাথে দোকান দেওয়া বৈআইনি। ফুটপাথে দোকান করে যারা সংসার চালাচ্ছিলেন এতকাল, হঠাৎ করেই তাদের মাথায় বাজ পড়েছে সম্প্রতি। জ্যাকশন গেটে কয়েক দশক ধরে চলছিলো ইন্দিরা ভবন। আশিস-সুবল জুটির রাজনৈতিক উত্থান এই ইন্দিরা ভবনকে কেন্দ্র করেই, আশির দশক থেকে। তুলসিবতী স্কুলের বিপরীত দিকের সেই ইন্দিরা ভবনের জমির একাংশে গড়ে উঠেছিলো কর্মচারী

ফেডারেশনের কার্যালয়। সম্প্রতি সেই কার্যালয়টিকে ডজার দিয়ে ভেঙে দেয় পুরসভার টাস্ক ফোর্স। ফলে শাসক দলের বিরোধী গোষ্ঠীতে থাকা কর্মচারী ফেডারেশনের বসবার জমিটুকুও কেড়ে নিলে পুর নিগম। কিন্তু শহরের প্রধান রাস্তা সহ আবার সর গলিতেও অবৈধ কর্মকাণ্ডের ছড়াছড়ি। বাইক, গাড়ি, ইট-বালি-সিমেন্ট সবকিছুই এখন রাস্তার অলঙ্কার। বড়দোয়ালি এলাকার মধ্যপাড়ায় প্রাক্তন সাংসদ নতিলাল সরকারের বাড়ির রাস্তা সহ আবার সর ফেলে বাড়ির কাজ করছিলেন কোনও এক পরিবার। এই স্টোন, চিপস-এর দৌলতে বন্ধ হয়ে যায় এই রাস্তাটি। কিন্তু পুরসভার টাস্ক ফোর্সের দেখা নেই। জানা গেছে, পাড়ার তরফ থেকে পুরসভায় ফোন করা হয়েছিলো বিষয়টি জানিয়ে। পুরসভার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এতে

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

Directorate of Information Technology  
Government of Tripura

# MUKHYAMANTRI YUBA YOGAYOG YOJANA (MYYY) SCHEME

## GRANT FOR SMARTPHONE

### ELIGIBILITY CRITERIA

Students who pursued final year course in academic year 2020-21 (during FY 2021-22) in undergraduate degree in any Government College / Institute / University in Tripura.

### DOCUMENTS REQUIRED

- Applicant's Photograph
- Aadhaar card
- Ration card
- Bank Passbook
- Smartphone purchase invoice (duly signed by the Principal / Head of the institute)
- Previous year / semester passing marksheet.

### TIMELINE

6th December 2021 - 15th January 2022

### ENROLLMENT PROCESS

- Log on to <https://bms.tripura.gov.in>
- Click on "CITIZEN" tab
- Click on "BENEFICIARY SCHEMES"
- Click on "ENROLL" against the MUKHYAMANTRI YUBA YOGAJOG YOJANA scheme.
- Register with email id and mobile number
- Login to citizen portal with registered email id / mobile number and verify OTP.
- Fill-up online application form, upload scanned copies of required documents and submit.
- Submit system generated acknowledgement slip duly signed by the applicant and physical copies of the uploaded documents at the institute.



ICA-D-1611-2021-22

Visit: <https://bms.tripura.gov.in>

For any queries email to:  
[myyyojana@gmail.com](mailto:myyyojana@gmail.com)

**ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম**

কর্ণেল মহিম সরণি, (জগন্নাথবাড়ি রোড), আগরতলা, ত্রিপুরা।

এখন রাজ্যের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিম্নলিখিত দিনগুলিতে (সোমবার সাপ্তাহিক বন্ধ) ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমের হেলথ ক্লিনিকে রোগী দেখবেন এবং সচেতনতামূলক পরামর্শ দেবেন।

**ও পি ডি পরিষেবা**

**মেডিসিন** : প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে এবং অন্যান্য দিন সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা।

**পি এম আর** : মাসের ১ম ও ৩য় শনিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

**অর্থোপেডিক** : মাসের প্রতি শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা।

**আই** : মাসের প্রতি ২য় ও ৪র্থ শুক্রবার ও শনিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

**ই এন টি** : প্রতি রবিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

**ডেন্টাল** : প্রতি রবিবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা।

**ডায়াবেটিক ক্লিনিক** : প্রতি শুক্রবার বিকাল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা এবং প্রতি শনি ও রবিবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা।

— যুক্তি-এর জন্য যোগাযোগঃ —

**ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোম**

প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১টা এবং ২টা থেকে ৫টা (সাপ্তাহিক বন্ধ : সোমবার), মোবাইল : ৯৮৬৩৬০৯১০০